

Facebook Content Monetization for Creators

A Practical Guide for Creators to Grow and Earn Online



Facebook Monetisation for Creators

A Practical Guide for Creators to Grow and Earn Online

By Lekshmipriya Nair

Aklak Digital

Copyright © 2025 Aklak Digital. All rights reserved.

No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means, including photocopying, recording, or other electronic methods, without the prior written permission of the author.

This ebook is intended for personal use only. Unauthorized sharing, uploading, or resale is strictly prohibited.

TABLE OF CONTENTS

1. [Introduction](#)
2. [Why Creators Grow Faster?](#)
3. [How Facebook Makes Money?](#)
4. [What Facebook Wants From Creators](#)
5. [Content Monetization](#)
6. [What to Post](#)
7. [Posting Frequency](#)
8. [Viral Content Formula](#)
9. [Audio Safety Rules](#)
10. [Using AI Studio for Text & Photos](#)
11. [Using AI Studio for Outfits](#)
12. [Common Mistakes Creators Must Avoid](#)
13. [Monetization Guidelines](#)
14. [Monetization Timeline](#)
15. [Earnings Breakdown](#)
16. [Daily Routine](#)
17. [Troubleshooting Checklist](#)

1.Introduction

বর্তমানে Facebook টাকা আয়ের জন্য সবচেয়ে সহজ প্ল্যাটফর্ম। এখানে আপনার কোনো advanced editing skill, দামী equipment বা professional setup দরকার নেই। নতুন Content Monetization সিস্টেম ধারাবাহিক, পরিষ্কার ও relatable কনটেন্টকে গুরুত্ব দেয়—even যদি সেটা সাধারণ ফোনে তোলা হয়।

অ্যালগরিদম যেগুলো বেশি পছন্দ করে:

- আসল মুখ (real faces)
- Bangla ব্যবহারকারীদের জন্য Bangla টেক্সট
- ছোট ৬-৮ সেকেন্ডের রিলস
- সহজ lifestyle ফটো
- শান্ত, পজিটিভ মেসেজিং
- নিয়মিত পোস্টিং

আপনার দৈনন্দিন রুটিন, ভাবনা আর ছোট ছোট মুহূর্তই অডিয়েন্স তৈরির জন্য যথেষ্ট। কনটেন্ট যত বেশি পরিচিত হয়, Facebook তত বেশি নতুন দর্শকের কাছে তা পৌঁছে দেয়।

এই eBook-এ আপনি পাবেন একটি সম্পূর্ণ step-by-step সিস্টেম:

- কী পোস্ট করবেন
- কত ঘনঘন পোস্ট করবেন
- শূন্য থেকে কীভাবে গ্রো করবেন
- বাস্তবে কতটা আয় করা সম্ভব
- Nano Banana-র মতো AI টুল কীভাবে ব্যবহার করবেন
- মাসের পর মাস কীভাবে কনসিস্টেন্ট থাকবেন

এই গাইডটি অনুসরণ করলে, কোনো জটিলতা বা বিব্রান্তি ছাড়াই আপনি ঠিকভাবে শুরু করা, গ্রো করা এবং আপনার পেজকে একটি স্থিতিশীল মাসিক আয়ে রূপান্তর করার পরিষ্কার পথ বুঝে যাবেন।

2. Why Bangla Creators Grow Faster?

Bangla ক্রিয়েটররা Facebook-এ দ্রুত গ্রো করে মূলত কারণ তাদের কনটেন্ট বাস্তব এবং ধারাবাহিক মনে হয়। সহজ লাইফস্টাইল ফটো, ছোট রিলস আর পরিষ্কার Bangla ক্যাপশন স্বাভাবিকভাবেই Facebook-এর অ্যালগরিদমের সাথে মানিয়ে যায়, কারণ প্ল্যাটফর্মটি relatable ও non-complicated কনটেন্ট বেশি পছন্দ করে।

দর্শকরা সাধারণত সেই ক্রিয়েটরদের প্রতিক্রিয়া ভালোভাবে দেয়, যারা:

- নিজেদের দৈনন্দিন জীবন দেখায়
- সহজ Bangla টেক্সট ব্যবহার করে
- নিয়মিত পোস্ট করে
- ভিজুয়ালকে ন্যাচারাল ও পরিষ্কার রাখে
- পজিটিভ টোন বজায় রাখে

ক্রিয়েটররা সাধারণত একটি স্থির রুটিন অনুসরণ করে, ফলে তাদের পোস্টিং প্যাটার্ন আরও predictable হয়। Facebook এই স্থিরতাকে ভালো রিচ দিয়ে পুরস্কৃত করে।

যেহেতু কনটেন্ট তৈরি করা সহজ এবং দেখতেও সহজ, তাই এনগেজমেন্ট দ্রুত বাড়ে — আর এর ফলেই পেজ দ্রুত গ্রো করে এবং আগেভাগেই মনিটাইজেশন শুরু করা সম্ভব হয়।

3. How Facebook Makes Money?

Facebook থেকে কীভাবে আয় করতে হয় বুঝতে হলে, আগে বুঝতে হবে Facebook নিজে কীভাবে টাকা আয় করে।

Facebook টাকা আয় করে বিজ্ঞাপন দেখিয়ে।

বিজ্ঞাপনদাতারা Facebook-কে টাকা দেয়:

- Impressions
- Clicks
- Sales

- Reach

এর মানে Facebook-কে ইউজারদের রাখতে হয়:

- Active
- Engaged
- Scrolling করতে থাকা
- Watching করতে থাকা
- Commenting করতে থাকা

আপনার কনটেন্ট যদি এগুলো অর্জন করতে পারে, Facebook আপনাকে পুরস্কৃত করে:

- আরও বেশি Reach
- বেশি Visibility
- আরও বেশি Monetized Impressions
- ভালো আয়

Facebook কী পুশ করে?

Facebook সেই কনটেন্টকেই বুষ্ট করে, যা:

- ১ সেকেন্ডের মধ্যে স্ক্রল থামায়
- ৪-৮ সেকেন্ড ভিউয়ার ধরে রাখে
- কমেন্ট বা শেয়ার পায়
- কোনো sensitive topic নেই
- ধারাবাহিক ক্রিয়েটরদের থেকে আসে
- পজিটিভ বা ইমোশনাল রিঅ্যাকশন তৈরি করে

একজন **Creator** হিসেবে আপনার কাজ

আপনার কাজ সবার মনোরঞ্জন করা নয়। আপনার কাজ হলো:

- দ্রুত Attention ধরতে পারা
- কয়েক সেকেন্ড ভিউয়ার ধরে রাখা
- ইমোশন বা Relatability দেওয়া
- Engagement বাড়ানো

এইভাবে আপনি Facebook-এর ব্যবসায়িক মডেলের অংশ হয়ে যান।

আপনি যত বেশি Engagement তৈরি করবেন, Facebook তত বেশি আয় করবে — আর তত বেশি আয় করবেন আপনিও।

4. What Facebook Wants From Creators

ফেসবুকে গ্রো ও মনিটাইজ করতে হলে, ফেসবুক যা ঠিকভাবে খোঁজে, সেটাই আপনাকে দিতে হবে।

1. Consistency (নিয়মিততা)

প্রতিদিন পোস্ট করলে → ফেসবুক আপনাকে বিশ্বাস করে
কদাচিৎ পোস্ট করলে → ফেসবুক আপনাকে ভুলে যায়
পারফেকশনের চেয়ে নিয়মিততা বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

2. Real Identity (বাস্তব পরিচয়)

ফেসবুক বাস্তব মানুষকেই প্রমোট করে।
যারা নিয়মিত নিজের মুখ দেখায়, তারা দ্রুত গ্রো করে।

3. Clean, Safe Topics (পরিষ্কার ও নিরাপদ বিষয়)

ফেসবুক যেগুলো সাপ্রেস করে:

- রাজনীতি
- বিতর্ক
- সহিংসতা
- নিউজ-টাইপ ড্রামা

ফেসবুক যেগুলো বুষ্ট করে:

- মোটিভেশন
- লাইফস্টাইল
- প্যারেন্টিং
- শান্ত কনটেন্ট
- ওয়েলনেস
- ঘরের দৈনন্দিন রুটিন

ঠিক এই ধরনের কনটেন্টই আপনি স্বাভাবিকভাবে তৈরি করেন।

4. Engagement (এনগেজমেন্ট)

ফেসবুক যেসব ক্রিয়েটরকে রিওয়ার্ড করে:

- কমেন্টের রিপ্লাই দেয়
- কমেন্টে লাইক দেয়
- প্রশ্ন করে
- ইন্টারঅ্যাকশন বাড়ায়

ভিউয়ের চেয়ে এনগেজমেন্ট বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

5. Local Language (স্থানীয় ভাষা)

বাংলা কনটেন্ট পায়:

- বেশি ওয়াচ টাইম
- বেশি শেয়ার
- বেশি ইমোশনাল রিঅ্যাকশন

ফেসবুক এগুলো আপনার অ্যানালিটিক্সে পরিষ্কারভাবে দেখে।

6. Original Content (অরিজিনাল কনটেন্ট)

সহজ অরিজিনাল কনটেন্টও

(আপনার মুখ + বাংলা ক্যাপশন)

অতিরিক্ত এডিট করা কপি কনটেন্টের চেয়ে ভালো কাজ করে।

Conclusion (উপসংহার)

ফেসবুক যেসব ক্রিয়েটর চায়:

- পজিটিভ
- সহজ
- নিয়মিত
- বিশ্বাসযোগ্য
- বাস্তব
- এনগেজিং

এই কারণেই এগুলো স্বাভাবিকভাবেই গ্রো করে।

5. Content Monetization (2025)

ফেসবুকের **Content Monetization** সিস্টেম ক্রিয়েটরদের টাকা দেয় তাদের পোস্ট থেকে তৈরি হওয়া রিচ ও অ্যাটেনশন অনুযায়ী। আপনার কনটেন্ট যত বেশি মানুষকে স্ক্রল করতে, দেখতে বা এনগেজ করতে পারে, ফেসবুক তত বেশি বিজ্ঞাপন থেকে আয় করে — এবং সেই আয়ের একটি অংশ আপনাকে দেয়।

আপনি যেসব কনটেন্ট থেকে টাকা পান:

- রিলস
- ফটো
- টেক্সট পোস্ট
- ইমেজ পোস্ট
- লং ভিডিও

আপনার আয় নির্ভর করে আপনি কতটা অ্যাটেনশন ও এনগেজমেন্ট তৈরি করতে পারেন তার ওপর।

কী কী বিষয় আপনার আয়কে প্রভাবিত করে

1. Views (ভিউস)

ভিউ যত বেশি → আয়ের সম্ভাবনা তত বেশি।

2. Watch Time (ওয়াচ টাইম)

বিশেষ করে রিলসের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ।

যেসব রিলে 70–90% রিটেনশন থাকে, সেগুলো ফেসবুক বেশি পুশ করে।

3. Engagement (এনগেজমেন্ট)

লাইক, কমেন্ট, শেয়ার, সেভ — এগুলো সব আপনার স্কোর বাড়ায়।

4. Audience Country (দর্শকের দেশ)

ইন্ডিয়ান অডিয়েন্সের CPM কম হয়,

কিন্তু বাংলা অডিয়েন্সের এনগেজমেন্ট বেশি থাকে — যা এই ঘাটতি অনেকটা ব্যালান্স করে।

5. Content Quality Score (কনটেন্ট কোয়ালিটি স্কোর)

ফেসবুক দেখে আপনার কনটেন্ট কি না:

- সফ
- অরিজিনাল
- নিয়মিত
- ক্লিন
- নন-সেনসিটিভ

কোয়ালিটি যত বেশি → CPM (প্রতি ১,০০০ ভিউয়ের আয়) তত বেশি।

6. Consistency (নিয়মিততা)

প্রতিদিন পোস্ট করলে বাড়ে:

- রিচ
- ট্রাস্ট
- CPM
- অ্যালগরিদম পুশ

ফেসবুক নিয়মিত হাজির থাকা ক্রিয়েটরদেরই অগ্রাধিকার দেয়।

কেন এই মডেলটি বাংলা ক্রিয়েটরদের জন্য ভালো কাজ করে

ছোট লাইফস্টাইল কনটেন্ট, বাংলা ক্যাপশন, আর সহজ ডেইলি রিলস — এগুলো ফেসবুকের পছন্দের সঙ্গে পুরোপুরি মিলে যায়:

- দ্রুত কনজাম্পশন
- ক্লিন ভিজুয়াল
- ইমোশনাল ক্লিয়ারিটি
- সহজে দেখা যায় এমন কনটেন্ট

এই কারণেই মনিটাইজেশন সিস্টেমটি শুরুর দিকের ক্রিয়েটরদের জন্যও খুবই সহজ, বিশেষ করে আপনি যদি একটি স্থির পোস্টিং রুটিন ফলো করেন।

➤ Other Monetisation Options (What Actually Works and What Doesn't)

Content Monetisation ছাড়াও ফেসবুক আরও কিছু আয়ের উপায় দেয়। কিন্তু বেশিরভাগ নতুন ক্রিয়েটর এই ফিচারগুলো কীভাবে কাজ করে এবং কখন আসলে আয় হয়—এটা ভুলভাবে বোঝে।

1. Stars (বাংলা অডিয়েন্সে খুব কঠিন)

Stars শুনতে সহজ লাগে — দর্শক Stars পাঠায়, ফেসবুক আপনাকে টাকা দেয়। কিন্তু বাস্তবতা আলাদা, বিশেষ করে বাংলা অডিয়েন্সে।

কেন নতুন ক্রিয়েটরদের জন্য **Stars** থেকে প্রায় কোনো আয় হয় না:

- বাংলা অডিয়েন্স খুব কমই Stars পাঠায়
- মানুষ ফ্রি কনটেন্ট দেখতে অভ্যস্ত
- শুধু খুব লয়াল ফ্যানরাই Stars পাঠায়
- মাঝারি সাইজের পেজও খুব কম আয় করে

কারা **Stars** থেকে আয় করে?

যারা আগে থেকেই:

- জনপ্রিয়
- বিশ্বাসযোগ্য
- নিয়মিত পোস্ট করে
- বারবার LIVE যায়

বিগিনারদের জন্য: Stars থেকে উল্লেখযোগ্য আয় হয় না।

2. Subscriptions

Subscriptions ফিচারে ফলোয়াররা মাসিক টাকা দিয়ে এক্সক্লুসিভ কনটেন্ট পায়।

বেশিরভাগ ক্রিয়েটর মনে করে Subscriptions পেতে বড় ফলোয়ার দরকার।
কিন্তু সত্যটা ভিন্ন।

ফেসবুক সাধারণত ১ মাসের মধ্যেই **Subscriptions** চালু করে, যদি পেজটি:

- প্রতিদিন পোস্ট করে
- নিজের আসল মুখ দেখায়
- ক্লিন ও সেফ কনটেন্ট দেয়
- একটি নির্দিষ্ট নিসে কনসিসটেন্ট থাকে
- স্থির (যদিও ছোট) রিচ পায়
- কোনো পলিসি ভায়োলেন্ট না করে

ফলোয়ার সংখ্যা গুরুত্বপূর্ণ নয়।

কেন ফেসবুক দ্রুত **Subscriptions** চালু করে?

ফেসবুক অ্যাক্টিভ ও কনসিসটেন্ট ক্রিয়েটরদের রিওয়ার্ড করে — ফেমাসদের নয়।
এই কারণেই অনেক ছোট বাংলা পেজ দ্রুত Subscription অ্যাক্সেস পায়।

কিন্তু **Subscriptions** থেকে আয় করা আলাদা বিষয়

অ্যাক্টিভেশন সহজ। আয় করা কঠিন।

বাংলা অডিয়েন্স খুব কমই মাসিক টাকা দেয়।
তারা সাবস্ক্রাইব করে তখনই, যখন:

- ক্রিয়েটরকে খুব পছন্দ করে
- কনটেন্ট মুখভিত্তিক হয়
- ইমোশনাল কানেকশন তৈরি হয়
- ক্রিয়েটর নিয়মিত পোস্ট করে

যারা গ্ল্যামারাস আউটফিট, ফ্যাশন পোজ, স্টাইলিশ লুক, ও লাইফস্টাইল কনটেন্টে স্বচ্ছন্দ—
তারা সাধারণত অন্যদের তুলনায় দ্রুত Subscription আয় পায়।

3. Storefront (ডিজিটাল প্রোডাক্ট সেল)

Storefront দিয়ে আপনি বিক্রি করতে পারেন:

- ইবুক
- PDF
- টেমপ্লেট
- প্রিসেট
- অন্যান্য ডিজিটাল ডাউনলোড

ফিচারটি ভালো, কিন্তু—
এটা কাজ করে তখনই, যখন:

- অডিয়েন্স আপনাকে বিশ্বাস করে
- আপনার মুখ পরিচিত হয়ে গেছে
- কনটেন্ট নিয়মিত
- আপনার রিচ আগে থেকেই ভালো

ছোট পেজে সেল খুব কম হয়।
Storefront প্রফিটেবল হয় গ্রো করার পরই।

4. Sponsorships & Brand Deals

লোকাল ব্র্যান্ড টাকা দেয়:

- রিলসের জন্য
- ফটো পোস্টের জন্য
- প্রমোশনের জন্য

কিছু ব্র্যান্ডরা বেছে নেয় তাদেরই, যাদের আছে:

- ভিজিবিগিটি
- কনসিসটেন্সি
- ক্লিন ফটো
- স্ট্রং এনগেজমেন্ট
- পার্সোনালিটি-বেসড কনটেন্ট

নতুন ও ছোট পেজে সাধারণত কোনো ডিল আসে না।

6. What to Post

আপনার পুরো গ্রোথ নির্ভর করে আপনি কী পোস্ট করছেন তার ওপর।

ফেসবুকের জটিল কনটেন্ট দরকার নেই — দরকার ক্লিন, রিলেটেবল ও সহজ পোস্ট, যেগুলোর সঙ্গে আপনার বাংলা অডিয়েন্স সঙ্গে সঙ্গে কানেক্ট করতে পারে।

আপনার কনটেন্টের লক্ষ্য হওয়া উচিত:

- মানুষকে স্ক্রল করা বন্ধ করানো
- তাদের মনোযোগ ধরে রাখা
- ছোট একটা ইমোশনাল রিঅ্যাকশন তৈরি করা
- এনগেজমেন্ট পাওয়া (লাইক / শেয়ার / সেভ / কमेंট)

নিচে বাংলা ক্রিয়েটরদের জন্য সবচেয়ে ভালো কনটেন্ট টাইপগুলোর সম্পূর্ণ ব্রেকডাউন দেওয়া হলো।

A. Photos (বিশ্বাস গড়ার জন্য সবচেয়ে জরুরি)

ফটো হলো বিশ্বাস, পরিচয় ও ইমোশনাল কানেকশন তৈরির সবচেয়ে শক্তিশালী উপায়।

বাংলা অডিয়েন্স রিয়াল ফটো, রিয়াল লাইফ, সাধারণ মুহূর্ত আর ক্লিন ক্যাপশনেই সবচেয়ে ভালো রেসপন্স দেয়।

মানুষ বারবার যখন আপনার আসল মুখ + দৈনন্দিন জীবন দেখে, তখন আপনার পেজ দ্রুত গ্রো করে।

1. নিজের আসল ফটো ব্যবহার করুন

আপনার নিজের আসল ছবি বিশ্বাস ও পরিচিতি তৈরি করে।

এ ধরনের সহজ, ক্লিন ছবি পোস্ট করুন:

- হালকা হাসি / রিল্যাক্সড এক্সপ্রেশন
- সাইড-অ্যাপেল / প্রোফাইল শট
- ব্যালকনি বা রুফটপে ক্যাজুয়াল পোজ
- চা বা কফির মুহূর্ত
- সকালের জানালার আলোতে সেলফি
- বাইরে শান্তভাবে হাঁটার ছবি
- মিনিমাল ইনডোর শট (সাধারণ ব্যাকগ্রাউন্ড, নিউট্রাল পোশাক)
- ক্যাজুয়াল ডেস্ক / কাজের সেটআপ
- ওয়ার্কআউট / জিম মোমেন্ট

- Outfit of the day / সাধারণ পোশাক
- কাজের ছবি — অফিসে, ডেস্ক সেটআপ, প্রজেন্টেশন, মিটিং
- ইভেন্টে অংশগ্রহণ — কমিউনিটি ইভেন্ট, সামাজিক গ্যাদারিং, সাংস্কৃতিক প্রোগ্রাম

এগুলোই আপনার আইডেন্টিটি ও রিকগনিশন তৈরি করে।

Captions to Use With Your Own Photos

Soft Calm-Life Captions

- আজ একটু ধীর গতিতে আছি
- এটা একটা পছন্দ
- এটাই আমার গতি
- আজ শান্ত মোডে
- নরম দিন, শান্ত মন
- একটু ছোট্ট বিরতি
- শান্ত থাকলে সবকিছু সহজ লাগে
- শুধু একটা ছোট্ট মুহূর্ত

Click-Bait Questions

- এই ছবিটা কি ঠিক লাগছে?
- এই রঙটা কেমন?
- সৎভাবে বলো।
- আউটফিটটা ঠিক আছে... নাকি বদলাবো?
- ১ থেকে ১০—কত দেবে?
- এই ভাইবটা কি ম্যাচ করছে?
- কোনটা ভালো—১ না ২?
- কোনটা আমাকে বেশি মানায়?

Cute Short Captions

- সিম্পল লুক
- হালকা দিন
- তাজা মন
- হালকা হাসি

- আজকের ছোট্ট মুহূর্ত
- আজ খুশি

Outfit Photo Captions

- এই লুকটা কেমন?
- সিম্পল আউটফিটই সেরা
- এ ধরনের আউটফিট পছন্দ?
- এই রঙটা ঠিক আছে?
- পরের রঙ কোনটা?

Emotional Soft Captions

- এটাই হিলিং।
- সাধারণ দিনগুলোই সুন্দর।
- এই ভাইব আমাকে ঠান্ডা রাখে।
- আজ মনটা নরম।

Engagement Boost Captions

- এটাই হিলিং
- সাধারণ দিনগুলো সুন্দর
- এই ভাইব আমাকে কুল রাখে
- আজ মন শান্ত

Balcony / Tea / Walking Photos

- চা-টাইম থেরাপি
- সকালের শান্তি
- সন্ধ্যার শান্তি
- আলোকে তার জাদু করতে দাও
- হেঁটে মন রিসেট
- এই ব্যালকনি ভাইবটা কি তুমি অনুভব করছ?

Simple Confidence Captions

- সিম্পল, কিন্তু আমি
- নরম আত্মবিশ্বাস
- চুপচাপ এগোচ্ছি
- আজ শুধু আমি

- নিজের লেনেই থাকছি

এই ক্যাপশনগুলো তৈরি করে:

- কমেন্ট
- ইমোজি রিঅ্যাকশন
- দ্রুত প্রতিক্রিয়া
- বেশি রিচ

Common Jobs + What to Post

1. Office / IT / Software Job

What to post

- ডেস্ক সেটআপ, ল্যাপটপ, নোটবুক
- ডেস্কে রাখা কফি
- সকালের অফিস সেলফি (জানালায় আলো)
- সন্ধ্যার “কাজ শেষ” ছবি

Captions

- আজকের অফিস ভাইব
- ছোট অগ্রগতি, ভালো দিন
- কাজের মোড অন
- ডেস্ক + কফি = ফোকাস
- আজ কাজটা বেশ শান্ত ছিল

2. Business Owner / Shop Owner

What to post

- দোকানের শাটার খোলা

- পণ্য সাজানো
- ক্যাশ কাউন্টার / POS (কোনো অঙ্ক না দেখিয়ে)
- কাস্টমার ছাড়া দোকানের মুহূর্ত

Captions

- আজ দোকান খোলা
- ছোট ব্যবসা, বড় শেখা
- প্রতিদিন নতুন শিক্ষা
- কাজের দিনের মুহূর্তগুলো
- ধীরে হলেও স্থির

3. Driver (Taxi / Auto / Truck)

What to post

- স্টিয়ারিং হুইলের ছবি
- সকালের রাস্তার দৃশ্য
- চা ব্রেকের ছবি
- হাইওয়েতে সূর্যাস্ত

Captions

- রাস্তায় একদিন
- নিরাপদে পৌঁছাও
- চায়ের বিরতি
- সূর্য অস্ত যেতে যেতে যাত্রা
- প্রতিটি রাস্তার একটি গল্প

4. Delivery / Field Job

What to post

- ব্যাগ / হেলমেট / বাইক

- অপেক্ষার মুহূর্ত
- ব্রেক টাইমের চা
- ফাঁকা রাস্তার ছবি

Captions

আরও একটি ডেলিভারি।

ছোট বিরতি, তারপর আবার।

আজকের কাজ।

রাস্তা + কাজ।

চলমান দিন।

5. Construction / Technical Worker

(Electrician, plumber, carpenter, AC tech)

What to post

- গুছিয়ে রাখা টুলস
- পরিষ্কার কাজের ফলাফল (বিফোর/আফটার – ক্লিন)
- সেফটি হেলমেট / গ্লাভস
- ওয়ার্কসাইটের আকাশের ছবি

Captions

- আজকের টুলস
- কাজ শেষ
- সাধারণ কাজ, সৎ পরিশ্রম
- হাতেকলমে কাজের দিন

- কাজই কথা বলে

6. Government Employee

What to post

- আইডি কার্ড (ডিটেইলস ঢেকে)
- অফিস বিল্ডিং
- ফাইলস + ডেস্ক
- সকালের যাতায়াত

Captions

- আজকের টুলস
- কাজ শেষ
- সাধারণ কাজ, সৎ পরিশ্রম
- হাতেকলমে কাজের দিন
- কাজই কথা বলে

7. Teacher / Trainer / Coach

What to post

- ব্ল্যাকবোর্ড / নোটবুক
- খালি ক্লাসরুম
- বই / ল্যাপটপ
- ক্লাসের পর চা

Captions

- আজকের ক্লাস
- শেখা কখনো থামে না
- ক্লাসরুমের শান্তি
- পড়ানোর দিন

8. Gym Trainer / Fitness Job

What to post

- জিমের মিরর শট
- ডায়েল / ট্রেডমিল
- ওয়ার্কআউটের পর শান্ত ছবি
- পানির বোতল + তোয়ালে

Captions

- ধারাবাহিকতাই চাবিকাঠি
- আজ ওয়ার্কআউট শেষ
- আগে শক্ত মন
- দৈনিক নড়াচড়া

9. Photographer / Videographer / Editor

What to post

- টেবিলে রাখা ক্যামেরা
- এডিটিং স্ক্রিন
- লোকেশন স্কাউটিং
- কফি + ল্যাপটপ

Captions

- পর্দার আড়ালে
- এডিটিংয়ের দিন
- সৃজনশীল শক্তি
- কাজ চলছে
- ছোট ছোট বিস্তারিতই গুরুত্বপূর্ণ

10. Farmer / Agriculture Worker

What to post

- সকালের মাঠ
- গাছপালা / মাটির ক্লোজ-আপ
- কাজের টুলস
- জমির ওপর সূর্যাস্ত

Captions

- আজকের ভাইবস
- মাটির কাছের একদিন
- সাধারণ জীবন
- প্রকৃতির সাথে কাজ
- মাটির সাথে যুক্ত

11. Student / Job Seeker

What to post

- স্টাডি টেবিল
- নোটস + কলম
- লাইব্রেরির এক কোণা
- সন্ধ্যার হাঁটা

Captions

- প্রস্তুতির মোড
- শেখার পর্যায়ে
- আজ যা পড়েছি
- ধীর অগ্রগতি

Events Men Can Post (Safe & Monetisable)

- অফিস মিটিংস (ওয়াইড শট)

- ওয়ার্কশপ / সেমিনার
- ট্রেড ফেয়ার
- লোকাল ফেস্টিভাল
- স্পোর্টস ইভেন্ট (দর্শক হিসেবে)
- কমিউনিটি প্রোগ্রাম
- ট্রেনিং সেশন

Event captions

- আজ যা দেখেছি
- নতুন কিছু শেখা
- আজ ভালো এক্সপোজার
- কাজ-সংক্রান্ত ভিজিট
- ছোট ছোট শেখা

Engagement-Boost Bangla Lines (Use Anywhere)

- আজ তোমার দিন কেমন ছিল?
- একটা ইমোজিতে তোমার মুড বলো
- এটা কি রিলেটেবল লাগছে?
- এই শান্ত ভাইবটা কি অনুভব করছ?
- এই দিনটাকে ১ থেকে ১০ পর্যন্ত রেট করো

General Content

1. Silent Reel / No-Talk Photo (Very High Reach)

What to post

- হাঁটার ক্লিপ
- একা বসে থাকা

- জানালার বাইরে তাকিয়ে থাকা
- হাতে কফি

Captions

- कुछ दिन ऐसे ही होते हैं
- कोई शब्द नहीं
- शोर से ज़्यादा शांति
- शांति मायने रखती है

2. Relatable Men's Life Moments (Highly Shareable)

What to post

- কাজের সঙ্গে ক্লান্ত মুখ
- দেরি সন্ধ্যার নীরবতা
- ফাঁকা রাস্তা
- একা চা ব্লেক

Captions

- না বলা কথাগুলো
- পুরুষেরা বোঝে
- নীরব শক্তি
- কাজ। বিশ্রাম। আবার।

3. Morning Routine (Always Viral)

What to post

- সকালের আলো
- চা / কফি
- হাঁটার ক্লিপ

- জানালার দৃশ্য

Captions

- সকালের শান্তি
- ধীর সকালগুলো
- শান্ত শুরু
- দিনের শুরু

4. Hard Work Without Showing Face (Safe + Viral)

What to post

- কাজ করতে থাকা হাত
- কাজের টুলস
- ল্যাপটপ স্ক্রিন
- কাজ শেষে জুতো

Captions

- কাজই কথা বলে
- কোনো দেখনদারি নয়, শুধু পরিশ্রম
- নীরব পরিশ্রম
- নিজের দায়িত্ব পালন করছি

5. Men's Discipline Content (High Respect)

What to post

- জিম ব্যাগ
- ভোরের হাঁটা
- নোটবুক
- সাধারণ খাবার

Captions

- অনুপ্রেরণার চেয়ে শুধুলা
- ধারাবাহিকতাই জয়ী
- আজ কোনো অজুহাত নেই
- দৈনিক পরিশ্রম

6. Minimal Lifestyle (Very Monetisable)

What to post

- পরিষ্কার ঘর
- সাধারণ পোশাক
- ঘড়ি + কবজি
- ডেস্ক সেটআপ

Captions

- সাধারণ জীবন
- কম কোলাহল
- মিনিমালই কাজ করে
- পরিষ্কার মন

7. Men + Silence (Top Performer)

What to post

- একা বসে থাকা
- রাস্তার দৃশ্য
- সূর্যাস্ত
- জানালা দিয়ে বৃষ্টি

Captions

- নীরবতাই খেরাপি
- পুরুষরা নীরবে সেরে ওঠে

- শান্তি আগে
- কোনো তাড়া নেই

8. POV Content (Excellent Reach)

What to post

- হাঁটার POV শট
- ড্রাইভিং POV
- ডেস্ক ভিউ POV
- কফি চুমুকের POV

Captions

POV: কাজের দিন।

POV: শান্ত সন্ধ্যা।

POV: একা সময়।

POV: এক ধাপ এগিয়ে।

9. Soft Motivation (Not Toxic)

What to post

- সামনে এগিয়ে হাঁটা
- সূর্যোদয়
- নোটবুকের পাতা
- শান্ত মুখের শট
-

Captions

- ধীরে চলা ঠিক আছে।
- এক দিন করে।
- এখনও এগোচ্ছি।

- কোনো তুলনা নয়।

10. Festival / Everyday Culture (Safe Viral)

What to post

- সন্ধ্যার বাতি
- রাস্তার লাইট
- লোকাল জায়গা
- বৃষ্টির দিন

Captions

- সাধারণ মুহূর্তগুলো
- প্রতিদিনের ভারত
- কাজের মাঝের জীবন
- ছোট ছোট আনন্দ

✗ Avoid These (Kills Monetisation)

- রাগান্বিত কথা
- রাজনৈতিক মতামত
- টাকা দেখানো / অর্থের প্রদর্শন
- অভিযোগ
- জীবনের ব্যাপারে র্যান্ট

2. You Can Create Extra Outfits Using AI Studio

আপনি যদি আরও আউটফিট ভ্যারাইটি চান:

নিজের আসল ছবির বিভিন্ন আউটফিট ভার্শন তৈরি করতে **AI Studio** ব্যবহার করুন। এতে ছবিগুলো বাস্তবের মতোই দেখায়।

আসল ছবি থাকবে আপনার মূল কনটেন্ট — প্রয়োজন হলে AI শুধু সাপোর্ট হিসেবে ব্যবহার করুন।

3. Daily Life Photos + High-Engagement Captions

অডিয়েন্স সাধারণ দৈনন্দিন জীবনের ছবি খুব পছন্দ করে।

এগুলো বাস্তব ও রিলেটেবল মনে হয়।

Daily Life Photos You Can Post

- আপনি যে খাবার খান
- আপনি যে খাবার রান্না করেন
- চা / কফি
- বাড়ির আঙিনা
- গাছপালা / ফুল
- ব্যালকনির দৃশ্য
- সন্ধ্যার আকাশ
- সকালের জানালার আলো
- রান্নাঘরের এক কোণা
- বৃষ্টির দিনের জানালা
- শীতের দিন
- ডেস্ক সেটআপ
- সানডে ভাইব
- ছোট ঘরের মুহূর্ত
- এস্টেটিক কোণা
- Outfit of the day
- মিরর সেলফি
- হাঁটার ছবি

- ভ্রমণের মুহূর্ত

Click-Bait Captions for Daily Life Photos

Question-Based

- তোমারও কি এটা ভালো লাগে?
- আজকের মুড একটা ইমোজিতে বলো।
- চা না কফি?
- এটা কি সকালের ভাইব, নাকি সন্ধ্যার ভাইব?
- এমন সিম্পল দিন কি তোমার পছন্দ?
- তুমি কি এটা ট্রাই করবে?
- আজ তুমি কী খেয়েছ?

Emotional Soft Lines

- এমন ছোট ছোট মুহূর্তই মনকে শান্ত করে।
- কিছুই বিশেষ না থাকা দিনগুলিও সুন্দর।
- এই ছোট ছোট আনন্দই আসল।
- শান্ত দিন > ব্যস্ত দিন।
- মন রিসেট করতে এমন মুহূর্তই যথেষ্ট।

Engagement Push

- ১ থেকে ১০—রেট করো।
- আজ কোনো ভালো ভাইব কমেন্ট?
- শুধু ইমোজিতে তোমার মুড বলো।
- এই ভাইবটা কি অনুভব করছ?

Food / Cooking Photos

- তুমি কি এটা ট্রাই করবে?
- আজকের খাবারটা কেমন?
- এমন সিম্পল খাবারের আইডিয়া পছন্দ?
- তোমার ফেভারিট ব্রেকফাস্ট কী?

Ultra-Clickbait (Use Sparingly)

- এই ছবিটা দেখে প্রথমে কী মনে হলো—কমেন্ট করো।
- এই ভাইব যদি তোমাকে শান্ত করে, জানাও।
- এটা ভালো না খারাপ? সৎভাবে বলো।

Summary

আপনার সবচেয়ে শক্তিশালী ফটো স্ট্র্যাটেজি হলো:

আপনার আসল ছবি + আপনার দৈনন্দিন জীবন + ক্লিক-বেইট বাংলা ক্যাপশন

এই কম্বিনেশন তৈরি করে:

- বিশ্বাস (Trust)
- বেশি রিচ
- মনিটাইজেশন
- কমিউনিটি
- দ্রুত পেজ গ্রোথ

Reels (Main Reach Engine — Bangla -Friendly Under 8 sec Ideas)

নিচে দেওয়া হলো ৬-৮ সেকেন্ডের সুপার-সিম্পল, বাংলা-ফ্রেন্ডলি রিল আইডিয়া, যেগুলো যে কেউ প্রতিদিন করতে পারে।

1. Bangla (primary – emotional & simple)

- আজ এক নিঃশব্দ সকাল।
- মনের জন্য একটু আলোই যথেষ্ট।
- আজকের সকাল, শুধু আমার জন্য।
- একটু হাওয়া, একটু শান্তি।
- ধীরে ধীরে জাগছে মন।
- আজ একটা গভীর শ্বাস নেই।
- ছোটোছোটির আগে এক মুহূর্ত।
- মন আর আলো পাশাপাশি।
- আজকের দিনটা শান্তিতে শুরু করি।
- কিছু সকাল না বলেই অনেক কিছু বলে যায়।
- একটু আলো... বাকি সব আপনাপনিই যথেষ্ট।
-

Mix (Bangla + English – works well on FB/Reels)

- Morning light, শান্ত mind
- Slow mornings আলাদা feel হয়
- Noise-এর আগে peace
- Just me আর morning
- Calm আমাকে suit করে

- No rush, just this moment
- Morning হাওয়া, clear thoughts
- Soft light, soft mood

Very short (overlay-friendly)

- শান্তি।
- এই মুহূর্ত।
- ধীরে ধীরে।
- আজ, হালকা করে।
- সকালের শান্তি।

Optional ending line (use if needed)

- এটাই আজকের মুড।
- এতটাই যথেষ্ট।

2. Tea/ Coffee Reels

Length: 5–6 sec

Ideas:

- চা ঢালা
- কাপ হাতে ধরা
- এক চুমুক + হালকা হাসি
- ভাপ উঠছে, এস্টেটিক শট

Text:

- চা না কফি?
- Tea time = peace time
- একটা ছোট শান্ত বিরতি

3. Outfit Reels

Length: 6–8 sec

Ideas:

- ধীরে হাঁটা
- পাশ ফিরে হালকা হাসি
- দুপাড়া / শাড়ির আঁচল ঠিক করা
- আয়নায় দ্রুত এক ঝলক

Text:

- এই লুকটা কেমন?
- আজ সিম্পল লুক।
- ১ থেকে ১০—রেট করো।

4. Home Calm-Life Reels

Length: 5–7 sec

Ideas:

- পর্দা খোলা
- বিছানা গোছানো
- ঘরে নরম আলো
- বই বন্ধ করা
- বাতি জ্বালানো

Text:

- এটাই আমার ছোট্ট শান্তি।
- আজ ঘরের ভাইব শান্ত।
- Slow মুহূর্ত → soft mind.

5. Kitchen Simple Moments

Length: 6–7 sec

Ideas:.

- নাশতার প্লেট সাজানো
- এক গ্লাস পানি ভরা
- অল্প সবজি কাটা
- কিচেন কাউন্টার মুছা

Text:

- সাধারণ দিনগুলোই সবচেয়ে সুন্দর।
- কিচেনের শান্ত ভাইব

6. Walking Reels

Ideas:

- ক্যামেরার দিকে হাঁটা
- সাইড-অ্যাপ্গেলে হাঁটা
- চা হাতে হাঁটা
- হাঁটতে হাঁটতে পেছনে তাকিয়ে হাসি

Text:

- আজ গতি ধীর।
- Soft walk, soft mind।
- এই ভাইবটা কি অনুভব করছ?

7. Soft Emotional Bangla Reels

Length: 6 sec

Ideas:

- চোখ বন্ধ করা
- হালকা মাথা ঘোরানো
- নরম হাসি
- সূর্যের আলোর দিকে তাকানো

Text:

- আজ একটু শান্তি।
- শুধু একটু calm।
- জীবনকে slow করলে মন পরিষ্কার হয়ে যায়।

8. Only Hand Showing Reels (Face Not Needed)

Length: 5–6 sec

Ideas:

- হাতে চা ধরা
- বইয়ের পাতা উল্টানো
- মোমবাতি জ্বালানো
- গাছের পাতা স্পর্শ করা

Text:

- ছোট মুহূর্ত → বড় শান্তি।
- নরম হাত, শান্ত মন।

9. Food Reels (Audience LOVES This)

Length: 6–8 sec

Ideas:

- দুপুরের খাবার পরিবেশনের শট
- সন্ধ্যার নাস্তার প্লেট
- ফল কাটা

Text:

- আজ তুমি কী খেয়েছ?
- তুমি কি এটা ট্রাই করবে?
- সিম্পল খাবার = খুশি মন।

C. Bangla Text Posts (High Engagement Format)

বাংলা টেক্সট পোস্ট খুব ভালো কাজ করে, কারণ এগুলো ব্যক্তিগত, ইমোশনাল এবং রিলেটেবল মনে হয়।

আপনি লিখতে পারেন:

- ছোট গল্প
- আপনার বাস্তব অভিজ্ঞতা
- দৈনন্দিন জীবনের ভাবনা
- ছোট ছোট পর্যবেক্ষণ
- কবিতা
- মোটিভেশনাল ওয়ান-লাইনার
- শান্ত জীবনের রিফ্লেকশন

এগুলোকে ক্লিন ফটো বা AI-জেনারেটেড ভিজুয়ালের সঙ্গে মিলিয়ে দিলে আরও বেশি রিচ পাওয়া যায়।

➤ What NOT to Post (Very Important for Reach & Monetization)

কিছু ধরনের কনটেন্ট সঙ্গে সঙ্গে আপনার রিচ কমিয়ে দেয় এবং এমনকি মনিটাইজেশন এলিজিবিলিটিকেও প্রভাবিত করতে পারে। এগুলো পুরোপুরি এড়িয়ে চলুন।

1. কপিরাইট সমস্যায়ুক্ত কনটেন্ট

এড়িয়ে চলুন:

- সিনেমার ক্লিপ
- সিরিয়ালের দৃশ্য
- গান
- অন্যদের রিল কপি করা
- TikTok / Instagram থেকে ডাউনলোড করা ভিডিও
- অনুমতি ছাড়া সেলিরিটি অডিও
- WhatsApp স্ট্যাটাস ভিডিও

কপিরাইট মানে: রিচ কমে যাবে + মনিটাইজেশন সমস্যা।

2. নিম্নমানের বা বিভ্রান্তিকর কনটেন্ট

এড়িয়ে চলুন:

- ঝাপসা ছবি
- অন্ধকার সেলফি
- অগোছালো ব্যাকগ্রাউন্ড
- কাঁপা ভিডিও
- অতিরিক্ত এডিট করা রিল
- খুব বেশি ফিল্টার

লো কোয়ালিটি = কম রিটেনশন = কম রিচ।

3. সেনসিটিভ বা নেগেটিভ বিষয়

এড়িয়ে চলুন:

- রাজনীতি

- ধর্মীয় বিতর্ক
- অ্যাডাল্ট জোকস
- হিংসা
- ট্র্যাজেডি কনটেন্ট
- নিউজ নিয়ে তর্ক

এগুলো রেস্ট্রিকশন তৈরি করে।

4. অতিরিক্ত ব্যক্তিগত বা প্রাইভেট বিষয়

এড়িয়ে চলুন:

- পারিবারিক ঝগড়া
- বাচ্চাদের কান্না
- স্বাস্থ্যগত সমস্যা
- সম্পর্কের অভিযোগ
- টাকার সমস্যা
- নেগেটিভিটি

মানুষ নেগেটিভ এনার্জিতে এনগেজ করে না।

6. ভ্যালু ছাড়া লম্বা রিল

এড়িয়ে চলুন:

- ২০-৩০ সেকেন্ডের বোরিং ক্লিপ
- কোনো মুভমেন্ট ছাড়া রিল
- প্রথম ২ সেকেন্ডে হক না থাকা

কম রিটেনশন → রিচ শেষ।

লম্বা রিল পোস্ট করুন শুধু তখনই, যখন থাকবে:

- গল্প
- ভ্যানু
- শেষ পর্যন্ত দেখার মতো কোয়ালিটি

7. অভিযোগ বা ভিক্ষা টাইপ পোস্ট

এড়িয়ে চলুন:

- “Please follow my page”
- “Please like and share”
- “কেউ আমাকে সাপোর্ট করছে না”

এগুলো আপনার ডিস্ট্রিবিউশন কমিয়ে দেয়।

7. Posting Frequency

একটি নিয়মিত পোস্টিং স্কিউল ফেসবুককে আপনার নিস বুমতে সাহায্য করে এবং ধীরে ধীরে আপনার কনটেন্ট পুশ করে।

A. Timing (কী গুরুত্বপূর্ণ, কী নয়)

ফটো — টাইমিং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ

বাংলা অডিয়েন্সের জন্য সেরা পোস্টিং সময়:

- সকাল **8:00–9:00 AM**
- সন্ধ্যা **7:00–9:00 PM**

রিলস — টাইমিং খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ নয়

রিলস ঘন্টা ও দিনের পর দিন গ্রো করে, তাই টাইমিং ক্রিটিক্যাল না।

লং টেক্সট পোস্ট — টাইমিং এখানেও তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়

লম্বা পোস্ট ধীরে কিন্তু স্থির রিচ পায়।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম:

প্রতিদিন একই সময়ে পোস্ট করুন — আপনি যে সময়ই বেছে নিন না কেন।

B. প্রথম ৩০ দিন — বাধ্যতামূলক প্ল্যান

প্রথম মাসে এই সহজ রুটিনটি রাখুন:

প্রতিদিন (Day 1 থেকে Day 30)

- ১টি রিল (7–8 সেকেন্ড)
ব্যালকনি, চা, আউটফিট, শান্ত-জীবন, কিচেন ক্লিপ
- ২টি ফটো + বাংলা টেক্সট
১টি নিজের ছবি + ১টি ডেইলি-লাইফ ছবি

প্রতি ২ দিনে

- ১টি লং টেক্সট পোস্ট
(ছোট গল্প, অভিজ্ঞতা, ভাবনা, কবিতা)

এতে তৈরি হয়:

- বিশ্বাস
- রিটেনশন
- ডেইলি এনগেজমেন্ট
- পরিষ্কার নিস সিগন্যাল

২০–৩০ দিনের মধ্যে আপনার পেজ স্টেবল হয়ে যায়।

C. কেন এই সিস্টেম কাজ করে

- রিলস → নতুন মানুষ নিয়ে আসে
- ফটো → বিশ্বাস + আইডেন্টিটি তৈরি করে
- লং টেক্সট → ইমোশনাল কানেকশন গড়ে তোলে
- নিয়মিততা → রিচ ও CPM বাড়ায়
- ৩০ দিনের প্যাটার্ন → অ্যালগরিদম আপনার স্টাইল বুঝে ফেলে

D. ৩০ দিনের পর — অ্যানালাইসিস ও স্কেল করুন

Professional Dashboard → **Insights** এ যান।
চেক করুন:

- টপ ১৫টি ফটো
- টপ ১০টি রিল
- টপ ৩টি লং পোস্ট

কী কাজ করেছে বুঝুন:

- আউটফিট
- ব্যাকগ্রাউন্ড
- অ্যাপ্সেল
- ক্যাপশন
- লাইটিং
- রিল স্টাইল

পরের মাসে সেগুলোর মতো কনটেন্ট আবার তৈরি করুন।

E. মাস ২ থেকে — পোস্টিং প্যাটার্ন আপগ্রেড

যদি কমফোর্টেবল হন:

প্রতিদিন

- দিনে ২টি রিল
- দিনে ২টি ফটো

প্রতি ২ দিনে

- ১টি লং টেক্সট পোস্ট

এটিই আইডিয়াল স্কেলিং মডেল।

8. Viral Content Formula (with Bangla Hooks)

ভাইরালিটি একটি নির্দিষ্ট ও পূর্বানুমানযোগ্য স্ট্রাকচার অনুসরণ করে।

কোনো পোস্ট ভাইরাল হতে হলে, সেটাকে অবশ্যই ড্রিগার করতে হবে:

- হুক (প্রথম ২ সেকেন্ড)
- ইমোশন
- রিটেনশন
- শেয়ার
- রিওয়াচ

নিচে এর ইমপ্রভড ও এক্সটেন্ডেড ভার্সন দেওয়া হলো।

1. HOOK (প্রথম ২ সেকেন্ড)

আপনার রিলের শুরুতেই এমন একটি বাংলা লাইন বা ভিজুয়াল থাকতে হবে, যা দর্শককে থামিয়ে দেয়। এই ধরনের বাংলা হুকগুলো রিটেনশন ও রিচ বাড়াতে প্রমাণিতভাবে কাজ করে।

Calm-Life Hooks

- মুন্ডি ক্লিপস
- সিরিয়াল দৃশ্য

- গান
- অন্যদের কপি করা রিলস
- TikTok / Instagram থেকে ডাউনলোড করা ভিডিও
- অনুমতি ছাড়া সেলিব্রিটি অডিও
- WhatsApp স্ট্যাটাস ভিডিও
- কপিরাইট = কম রিচ + মনিটাইজেশনের সমস্যা

Motivation Hooks

- ঝাপসা ছবি
- খুব ডার্ক সেলফি
- অগোছালো ব্যাকগ্রাউন্ড
- কাঁপতে থাকা ভিডিও
- অতিরিক্ত এডিট করা রিলস
- খুব বেশি ফিল্টার
- লো কোয়ালিটি = লো রিটেনশন = লো রিচ

Emotional Hooks

- “এটা শুনলে মন নরম হয়ে যাবে।”
- “একটা ছোট্ট উপলব্ধি বলি?”
- “আমাদের সবার জীবন একটাই।”
- “মন যা বলতে চায়...”
- “যা আমরা ভুলে গেছি, সেটা বলি?”

Parenting Hooks

- “মা হওয়ার পর মন বদলে যায়।”
- “বাম্বাকে দেখে একটা ছোট্ট ভাবনা।”
- “প্যারেন্ট হলে এটুকুই বোঝা যায়।”
- “বাম্বাকে দেখলে মন নরম হয়ে যায়।”

Lifestyle Hooks

- “গতকাল যা বুঝলাম...”
- “সকালের আলোয় একটা ছোট্ট ভাবনা।”
- “চা খেতে খেতে একটা কথা...”
- “বারান্দা থেকে বললে...”
- “হাঁটতে হাঁটতে মনে এলো।”

Self-Improvement Hooks

- “আমি এখান থেকেই শুরু করেছিলাম।”
- “কিছু অভ্যাস আমি ছেড়ে দিয়েছি।”
- “একটা কথা আমি মনে গেঁথে রেখেছি।”

- “ভালো জিনিস আসার কারণ এটাই।”
- “এই ছিল সেই শিক্ষা, যা আমি ভুলে গিয়েছিলাম।”

Simple Everyday Hooks

- “এগুলো সবই একটা ছোট অভ্যাস।”
- “এখন যা বলব, মন দিয়ে শোনো।”
- “এটা তোমার সাথেও হতে পারে।”
- “একটা ছোট্ট আইডিয়া আছে।”

এই হুকগুলো তৈরি করে:

- কৌতূহল
- শান্ত অনুভূতি
- আবেগী প্রতিক্রিয়া
- পরিচিতির অনুভূতি

এগুলো সবই রিটেনশন বাড়ায় — আর রিটেনশনই ভাইরালিটির প্রধান চালিকা শক্তি।

2. EMOTION (মাত্রের অংশ)

আপনার কনটেন্টে হালকা একটি ইমোশনাল পরিবর্তন তৈরি হতে হবে।
বাংলা দর্শকরা বেশি পছন্দ করে:

- শান্ত
- সফট
- মোটিভেশনাল
- নস্টালজিক
- প্যারেন্টিং-সম্পর্কিত
- বাস্তব জীবনের রিলেটেবল ভাবনা

ইমোশনই মানুষকে সেভ ও শেয়ার করতে বাধ্য করে।

3. RETENTION (শেষ অংশ)

রিল হওয়া উচিত ৬-৮ সেকেন্ডের।
ছোট ও পরিপাটি রিল মানুষ সহজে পুরোটা দেখে ফেলে।

রিটেনশন বাড়ানোর উপায়:

- হালকা মুভমেন্ট
- নরম হাসি
- পরিষ্কার ব্যাকগ্রাউন্ড
- পরিষ্কার বাংলা টেক্সট
- সুস্থ পেসিং
- স্বাভাবিক এক্সপ্রেশন

হাই রিটেনশন = হাই ডিস্ট্রিবিউশন।

4. SHARES (শেয়ার)

শেয়ার হলো ভ্যালুর সবচেয়ে শক্তিশালী সিগন্যাল।

মানুষ শেয়ার করে:

- বাংলা টেক্সট রিল
- শান্ত জীবনের ভাবনা
- প্যারেন্টিং ইমোশন
- সফট মর্নিং মোমেন্ট
- সহজ জীবন শিক্ষা

কনটেন্ট বানান শেয়ারযোগ্য, নাটকীয় নয়।

5. REWATCH (পুনরায় দেখা)

ছোট এস্টেটিক রিল সাধারণত ২-৩ বার দেখা হয়।

রিওয়াচ রেট যত বেশি, অ্যালগরিদম তত বেশি কনটেন্ট পুশ করে।

9. Audio Safety Rules

রিলের ক্ষেত্রে অডিও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলোর একটি।

ভুল অডিও ব্যবহার করলে রিচ কমে যেতে পারে, ভিডিও মিউট হতে পারে, এমনকি মনিটাইজেশনেও প্রভাব পড়তে পারে। সঠিক অডিও আপনার রিটেনশন দ্বিগুণ করতে পারে এবং রিলকে ট্রেন্ডিং করতে সাহায্য করে।

নিচে বাংলা ক্রিয়েটরদের জন্য সম্পূর্ণ রুল-সেট দেওয়া হলো:

1. শুধু Facebook-এর Built-in Audio ব্যবহার করুন

এগুলো ১০০% সেফ:

- Facebook Music Library
- যেকোনো ট্র্যাক যেখানে “Use Audio” লেখা থাকে
- Facebook রিকমেন্ডেড ট্রেন্ডিং অডিও
- অ্যাপের ভেতরে থাকা লাইসেন্সড ট্র্যাক

এই অডিওগুলো Meta আগেই ভেরিফাই করেছে।

ফেসবুকের ভেতরে অডিও থাকলে, আপনি নিশ্চিন্তে ব্যবহার করতে পারেন।

2. AI-Generated বা Original Audio সেফ

এই অডিওগুলো পুরোপুরি সেফ, কারণ এর মালিক আপনি নিজেই:

- Veo 3 AI ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক
- ChatGPT-জেনারেটেড মিউজিক
- রয়্যালটি-ফ্রি স্টক মিউজিক (রিল অডিও হিসেবে আপলোড করা)
- আপনার নিজের রেকর্ড করা ভয়েস
- নিজের হামিং / কথা বলা
- সাধারণ বাংলা ভয়েসওভার

এগুলোতে কখনো কপিরাইট সমস্যা হয় না।

3. বাইরে থেকে অডিও আপলোড করা এড়িয়ে চলুন

এই জায়গা থেকে অডিও ম্যানুয়ালি আপলোড করবেন না:

- MP3 ডাউনলোড
- YouTube ডাউনলোডার
- সিনেমা / সিরিয়ালের BGM
- TikTok থেকে কাটা অডিও
- স্ক্রিন-রেকর্ড করা গান
- Spotify রেকর্ডিং

এগুলো করলে হতে পারে:

- ভিডিও মিউট
- ওয়ার্নিং
- ডিস্ট্রিবিউশন কমে যাওয়া
- “Audio not allowed”
- মনিটাইজেশন স্কোর কমে যাওয়া

এতে রিলের রিচ সরাসরি মারা যায়।

4. বাংলা সিনেমার গান — শুধু Facebook Library দিয়ে ব্যবহার করুন

বাংলা গান প্রচুর এনগেজমেন্ট আনে, কিন্তু শুধুমাত্র সেফভাবে ব্যবহার করলে।

সেফ:

- গান যদি FB Music Library-তে থাকে
- যদি “Use Audio” বাটন দেখা যায়

- অন্য ক্রিয়েটররা যদি FB থেকেই ব্যবহার করে

সেফ নয়:

- বাইরে থেকে ডাউনলোড করা বাংলা গান
- ম্যানুয়ালি মিউজিক আপলোড
- সিনেমা সিন থেকে স্ক্রিন-রেকর্ড করা BGM

গান পুরোনো হলেও, ম্যানুয়াল আপলোড = ঝুঁকিপূর্ণ।

5. ট্রেন্ডিং অডিও বাছাই করার টিপস

পছন্দ করুন:

- শান্ত বাংলা মিউজিক
- সফট ব্যাকগ্রাউন্ড ইনস্ট্রুমেন্টাল
- ধীর, এস্টেটিক ট্র্যাক
- মহিলা কর্ণেট সফট হামিং
- হালকা পিয়ানো / লো-বিট অডিও

এগুলো এই ধরনের কনটেন্টের সঙ্গে মানানসই এবং দেয়:

- বেশি রিটেনশন
- ভালো ইমোশনাল রিঅ্যাকশন
- বেশি শেয়ার

এড়িয়ে চলুন:

- জোরে বিট
- খুব ফাস্ট, বিশৃঙ্খল অডিও

- মিম অডিও
- অতিরিক্ত নাটকীয় BGM

এগুলো ওয়াচ টাইম কমায়।

6. অডিও ভলিউম কম রাখুন

সেরা রেজাল্ট:

- 8%–20% ভলিউম

কম ভলিউমে পাওয়া যায়:

- এস্বেটিক ফিল
- ক্লিন ভিজুয়াল
- স্ক্রিনে বাংলা টেক্সট পড়তে সুবিধা

বেশি ভলিউম = ডিস্ট্রাকশন → কম রিটেনশন।

7. পোস্ট করার পর অডিও হারালে সঙ্গে সঙ্গে ডিলিট করুন

কখনো কখনো ফেসবুক কয়েকদিন পর লাইসেন্সড অডিও রিমুভ করে।

আপনার রিলে যদি হঠাৎ দেখায়:

- “Audio removed due to copyright”
- “Sound unavailable”

তাহলে:

- রিল ডিলিট করুন
- অফিসিয়াল FB Library অডিও দিয়ে আবার আপলোড করুন

মিউটেড রিল রেখে দেবেন না — এতে পেজের কোয়ালিটি স্কার কমে।

8. সারাংশ নিয়ম (সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ)

অডিও যদি ফেসবুকের ভেতর থেকে আসে → ১০০% সেফ।

আপনি যদি নিজে বাইরে থেকে অডিও আপলোড করেন → ঝুঁকিপূর্ণ।

10. Using AI Studio (Gemini) to Create Long Text Posts + Photos

AI Studio (Gemini) হলো সবচেয়ে সহজ টুল, যেটা দিয়ে আপনি তৈরি করতে পারেন:

- লং বাংলা ইমোশনাল পোস্ট
- ছোট, ছুঁয়ে যাওয়া গল্প
- শান্ত জীবনের রিফ্লেকশন
- দৈনন্দিন জীবনের মুহূর্ত
- আপনার টেক্সটের সঙ্গে ম্যাচ করা AI ফটো আইডিয়া

এতে আইডিয়ার জন্য কষ্ট না করে নিয়মিত পোস্ট করা সহজ হয়।

A. AI Studio (Gemini) কীভাবে ব্যবহার করবেন

1. **Gemini App**-এ যান
2. লগ ইন করুন
3. আপনার প্রম্পট টাইপ করুন
4. **Gemini** বা **Nano** মডেল সিলেক্ট করুন
5. গল্প + ম্যাচিং ফটো আইডিয়া জেনারেট করুন
6. টেক্সটটি নিজের ছবি বা AI-তৈরি ছবির সঙ্গে ব্যবহার করুন
7. শেষ

B. Simple Base Prompt Format (প্রতিদিন ব্যবহার করুন)

টেক্সট কনটেন্ট তৈরি করার সময় নিচের প্রম্পটটি Gemini-তে পেস্ট করুন:

“Write a short emotional Bangla story (4–6 lines) that feels like life. Then suggest a matching AI photo idea.”

এতে আপনি পাবেন:

- ১টি বাংলা গল্প
- ১টি সম্পর্কিত ফটো কনসেপ্ট

👉 প্রতিদিন সহজে পোস্ট করা যাবে।

C. Village/City/State-Themed Prompts (Story + Photo Idea)

এগুলো ব্যবহার করে ভাইরাল-স্টাইলের বাংলা ইমোশনাল কনটেন্ট তৈরি করুন। প্রতিটি প্রম্পট Gemini-কে গল্পের সঙ্গে ম্যাচ করা ফটোও জেনারেট করতে নির্দেশ দেয়।

1. Buying a Car – Emotion

“Write a 4–6 line Bangla story about a family going to see a new car, EMI fear, and excitement. Then suggest a matching AI photo idea.”

2. Credit Card Realisation

“Write a Bangla story about overspending with a credit card and learning a simple financial lesson. Add a related AI photo idea.”

3. Insurance Reality Check

“Create a Bangla story about someone taking insurance after a small scare, showing family protection. Then suggest a matching photo idea.”

4. Father & EMI

“Write a Bangla story about a father calculating EMIs at night and an emotional moment with his child. Add a related AI image idea.”

5. Money Mistake + Learning

“Write a short Bangla story about making a money mistake but learning from it. Then give a suitable image concept.”

6. First Salary Moment

“Create a Bangla story about receiving the first salary and buying something for home. Add a related photo idea.”

7. Rain + Life Lesson

“Write a Bangla story where rain triggers a calm life realisation. Suggest a matching photo idea.”

8. Petrol Price & Family Talk

“Write a Bangla story about rising petrol price and a funny/emotional family conversation. Add a related photo idea.”

9. House Loan Dream

“Create a Bangla story about dreaming of building a house, the struggle, and the hope in the family. Provide a matching AI photo idea.”

10. Tea Stall Wisdom

“Write a Bangla story where a tea shop uncle teaches a life or money lesson. Add a matching photo idea.”

11. Bus Ride Memory

“Write a 4–6 line Bangla story about an emotional moment during a bus ride. Add a related image idea.”

12. Gold Saving Story

“Create a Bangla story about saving slowly to buy a small gold coin and the happiness it brings. Suggest a related AI photo idea.”

13. Grocery Budget Moment

“Write a Bangla story about grocery shopping on a budget and finding a small happiness. Add a matching photo idea.”

14. EMI Stress + Family Support

“Create a Bangla story about EMI tension and a comforting word from a family member. Add a suitable AI photo concept.”

15. Car Service Centre Thoughts

“Write a Bangla story about sitting in a car service centre thinking about life, money, and responsibilities. Provide a related image idea.”

D. Posting Tip

এই গল্পগুলো ব্যবহার করুন:

- আপনার নিজের ছবির সঙ্গে, অথবা
- প্রম্পটে বর্ণনা করা **AI Studio** ফটোর সঙ্গে

টেক্সট + ফটো = বেশি রিচ, বেশি শেয়ার, বেশি সেভ

11. Using AI Studio (Gemini) to Change Outfits

AI Studio হলো একাধিক আউটফিট ভার্শন তৈরি করার সবচেয়ে সহজ টুল।

আপনি একটি ছবি আপলোড করবেন → **AI** আপনার মুখ, পোজ ও ব্যাকগ্রাউন্ড একই রাখবে → শুধু আউটফিট বদলাবে।
এতে ফেসবুকে কোন লুক বেশি রিচ পাচ্ছে, সেটা সহজে টেস্ট করা যায়।

A. AI Studio খুলুন

1. **Gemini App**-এ যান
2. আপনার **Google** অ্যাকাউন্ট দিয়ে লগ ইন করুন

B. Nano Banana মডেল সিলেক্ট করুন

AI Studio-র ভেতরে:

- **Model dropdown**-এ ক্লিক করুন
- **Nano Banana** (অথবা outfit-change / face model যেটা লিস্টেড আছে) সিলেক্ট করুন

Nano Banana যা করতে পারে:

- আপনার আউটফিট পরিবর্তন
- একই মুখ রাখা
- একই পোজ রাখা
- একই ব্যাকগ্রাউন্ড রাখা (যদি প্রম্পটে স্পষ্টভাবে বলা হয়)

C. আপনার ছবি আপলোড করুন

Upload Image-এ ক্লিক করুন।

এমন ছবি ব্যবহার করুন যেখানে থাকবে:

- সামনে থেকে পরিষ্কার মুখ
- ভালো আলো
- সানগ্লাস না থাকা
- ভারী ফিল্টার না থাকা
- ব্যাকগ্রাউন্ড স্পষ্ট দেখা যায়

ছবি যত পরিষ্কার হবে, আউটপুট তত ভালো হবে।

যদি আপনি পরিষ্কার নির্দেশনা না দেন, AI আপনার মুখ বদলে দিতে পারে।

তাই প্রম্পটে স্পষ্ট ও কঠোরভাবে লিখুন, যেন আপনার আসল পরিচয় অপরিবর্তিত থাকে।

D. Ready-Made Outfit Prompts (Copy-Paste)

Use these directly after uploading your photo.

1. Black Cotton Saree/Mundu

“Using the woman from the provided photo, make her wear a black cotton saree with a red sleeved blouse. The saree should be neatly pleated and perfectly draped with a slight visible midriff. Keep her exact expression, same pose, same background, and same lighting. Only change the outfit.”

Using the man from the provided photo, dress him in a black mundu (dhoti) with a neatly pressed white or deep-red full-sleeve shirt. The mundu should be properly pleated and traditionally draped, and the shirt should fit naturally, giving a clean, composed look. Keep his exact facial expression, same pose, same background, and same lighting. Only change the outfit. Do not alter anything else.

2. Pastel Blue Kurti/Pastel-Blue Kurta

“Using the woman in the provided photo, change her outfit to a simple pastel-blue kurti with 3/4 sleeves. Keep her same pose, expression, background, body shape, and lighting. Only change the outfit.”

“Using the man in the provided photo, change his outfit to a simple pastel-blue kurta with full or 3/4 sleeves. Keep his same pose, facial expression, background, body shape, and lighting. Only change the outfit. Do not modify anything else “.

3. Office Look (White Shirt + Black Trousers)

“Using the men in the uploaded photo, change his outfit to a white formal shirt and black trousers. Keep his same pose, expression, hairstyle, and background. Do not change lighting. Only modify the outfit.”

“Using the woman in the uploaded photo, change her outfit to a white formal shirt and black trousers. Keep her same pose, expression, hairstyle, and background. Do not change lighting. Only modify the outfit.”

4. Casual Jeans + Plain Top

“Using the men from the provided photo, make him wear jeans and a plain fitted shirt. Keep the same pose, expression, hairstyle, and background. No lighting changes. Only change outfits.

“Using the woman from the provided photo, make her wear jeans and a plain fitted top. Keep the same pose, expression, body shape, hairstyle, and background. No lighting changes. Only change outfits.

5. Light Peach Saree/Peach kurta

Using the man in the provided photo, dress him in a light peach traditional outfit — either a light peach kurta with a matching mundu/dhoti or a light peach kurta with neutral trousers. The outfit should look neatly fitted, natural, and well-pressed. Keep the same pose, facial expression, body shape, and background. Do not alter the lighting. Only change the outfit.

“Using the woman in the provided photo, dress her in a light peach saree with matching blouse. Saree should be neatly pleated and natural. Keep her same pose, expression, and background, without altering lighting. Only change outfits.”

E. Generate & Download

Run / Generate-এ ক্লিক করুন।

এরপর AI তৈরি করবে:

- একাধিক আউটফিট ভার্শন
- একই মুখ
- একই পোজ
- একই ব্যাকগ্রাউন্ড

যেগুলো সবচেয়ে স্বাভাবিক দেখায়, সেগুলো বেছে নিন।

12. Common Mistakes Creators Must Avoid

বেশিরভাগ ক্রিয়েটর ব্যর্থ হয় কিছু সাধারণ ভুলের কারণে, যেগুলো রিচ ব্লক করে এবং মনিটাইজেশন দেরি করায়। এগুলো পুরোপুরি এড়িয়ে চলুন:

1. Facebook Guidelines না মানা

ভায়োলেশন হলে কমে যায়:

- রিচ
- ডিস্ট্রিবিউশন
- মনিটাইজেশন এলিজিবিলিটি

কপিরাইট, সেনসিটিভ টপিক, রাজনৈতিক/ধর্মীয় কনটেন্ট ও লো-কোয়ালিটি আপলোড এড়িয়ে চলুন।

2. লম্বা ভিডিও বানাতে বেশি সময় নষ্ট করা

মানুষ যদি শেষ পর্যন্ত না দেখে → রিচ কমে যায়।

এড়িয়ে চলুন:

- লম্বা, স্লো রিল
- অতিরিক্ত এডিটিং
- ২০-৩০ সেকেন্ডের ক্লিপ

ফোকাস করুন পরিষ্কার ৭-৮ সেকেন্ডের রিল-এ।

3. পুরনো ক্রিয়েটর ও তাদের স্টাইল কপি করা

পুরনো বাংলা ক্রিয়েটররা ব্যবহার করত:

- কপিরাইটেড অডিও
- সিনেমার ক্লিপ
- লম্বা ভিডিও
- আনসেফ কন্টেন্ট

তাদের অনেকেই আজ মনিটাইজড নয়।

Content Monetization নতুন। পুরনো ক্রিয়েটর কপি করলে → রিচও নেই, মনিটাইজেশনও নেই।

4. প্রতিদিন পোস্ট না করা

দিন বাদ দিলে মোমেন্টাম রিসেট হয়ে যায়।

অ্যালগরিদম পারফেকশন নয়, নিয়মিত ডেইলি পোস্টিং রিওয়ার্ড করে।

5. Insights উপেক্ষা করা

Insights দেখায়:

- কোন আউটফিট ভালো কাজ করছে
- কোন ব্যাকগ্রাউন্ড
- কোন ক্যাপশন
- কোন রিল স্টাইল

- কোন লাইট

অ্যানালাইস না করলে দুর্বল কনটেন্টই বারবার রিপিট হয়।

6. দীর্ঘদিন শুধু AI ফটো পোস্ট করা

AI কনটেন্ট সাপোর্ট করে।

বিশ্বাস তৈরি করতে অডিয়েন্সকে আপনার আসল মুখ দরকার।

ব্যবহার করুন: ৭০% আসল ছবি + ৩০% AI (সর্বোচ্চ)।

7. অতিরিক্ত ফিল্টার ব্যবহার করা

ফিল্টার ট্রাস্ট কমায়।

প্রাকৃতিক আলো + সহজ ব্যাকগ্রাউন্ড ব্যবহার করুন।

8. প্রতিদিন ভিন্ন ভিন্ন সময়ে পোস্ট করা

ফটোর ক্ষেত্রে টাইমিং গুরুত্বপূর্ণ।

এই সময়ে থাকুন:

- সকাল ৮-৯টা
- সন্ধ্যা ৭-৯টা

প্রতিদিন একই সময়ে পোস্ট করুন।

9. কমেন্টের রিপ্লাই না দেওয়া

রিপ্লাই দিলে বাড়ে:

- পেজ অ্যাক্টিভিটি
- ট্রাস্ট
- ডিস্ট্রিবিউশন

কমেন্ট ইগনোর করলে রিচ কমে।

10. নেগেটিভ বা অভিযোগভিত্তিক কনটেন্ট পোস্ট করা

এড়িয়ে চলুন:

- “Please follow me”
- “কেউ আমাকে সাপোর্ট করে না”
- তর্ক-বিতর্ক
- ডিপ্রেসিং এনার্জি

এগুলো এনগেজমেন্ট মারে এবং রিচ রেস্ট্রিক্ট করে।

11. পারফেক্ট কনটেন্টের জন্য অপেক্ষা করা

পারফেকশন গ্রোথ দেরি করায়।

ফেসবুক রিওয়ার্ড করে সাধারণ, পরিষ্কার, ডেইলি কনটেন্ট— স্টুডিও-লেভেল ভিডিও নয়।

12. খুব তাড়াতাড়ি হাল ছেড়ে দেওয়া

বেশিরভাগ ক্রিয়েটর ছেড়ে দেয়:

- **Week 1** — রিচ কম থাকলে
- **Week 2** — ভিউ ড্রপ করলে
- **Week 3** — ভাইরাল পোস্ট না এলে

কিন্তু ফেসবুক সাধারণত ২০-৩০ দিনের কনসিসটেন্সির পর কনটেন্ট পুশ করা শুরু করে।

অ্যালগরিদমকে সময় দিতে হয় বৃদ্ধিতে:

- আপনার স্টাইল
- আপনার নিস
- আপনার অডিয়েন্স

আগেই ছেড়ে দিলে আপনি কখনোই গ্রোথ স্টেজে পৌঁছাবেন না।

কনসিসটেন্সি ট্যালেন্ট, ক্রিয়েটিভিটি ও এডিটিং-এর থেকেও শক্তিশালী।

13. Content Monetization Guidelines

Content Monetization খুব কঠোর নিয়ম মেনে চলে।

একটা ভুলও রিচ কমিয়ে দিতে পারে বা পুরোপুরি মনিটাইজেশন বন্ধ করে দিতে পারে।

নিচে যেসব নিয়ম আপনাকে অবশ্যই মানতে হবে এবং যেসব কারণে ক্রিয়েটররা ব্যর্থ হয়—সব স্পষ্ট করে দেওয়া হলো।

A. Facebook-এর Community Standards অনুসরণ করুন

এড়িয়ে চলুন:

- হেট স্পিচ
- হ্যারাসমেন্ট
- বুলিং
- রাজনৈতিক ঝগড়া
- ধর্মীয় বিতর্ক
- অ্যাডাল্ট কনটেন্ট
- হিংসা
- অশান্তিকর ভিজুয়াল

কনটেন্ট রাখুন পরিষ্কার ও পজিটিভ।

B. Copyright ভায়োলেশন এড়িয়ে চলুন

ব্যবহার করবেন না:

- সিনেমার ক্লিপ
- সিরিয়ালের দৃশ্য
- গান

- Instagram / TikTok থেকে ডাউনলোড করা রিল
- YouTube BGM
- সেলিব্রিটি ভিডিও
- WhatsApp স্ট্যাটাস ভিডিও

কপিরাইট = রিচ কম + মনিটাইজেশন ব্লক।

C. কনটেন্ট অবশ্যই অরিজিনাল হতে হবে

নিজে তৈরি করুন:

- ফটো
- রিল
- টেক্সট
- গল্প

অন্যের কনটেন্ট রিপোস্ট করবেন না।
অরিজিনালিটি = হাই কোয়ালিটি স্কোর।

D. সেনসিটিভ বা কনট্রোভার্সিয়াল টপিক এড়িয়ে চলুন

পোস্ট করবেন না:

- নিউজ নিয়ে ঝগড়া
- রাজনৈতিক মতামত
- ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি
- হিংসা
- ক্রাইম-সংক্রান্ত ভিডিও
- অ্যাডাল্ট জোকস

- গুরুতর ট্র্যাজেডি

এতে আপনার পেজ রেস্ট্রিক্ট হবে।

E. Restricted Topics এড়িয়ে চলুন

Meta মনিটাইজেশন কমায় যেগুলোর জন্য:

- স্বাস্থ্য সংক্রান্ত দাবি
- ইনভেস্টমেন্ট প্রমিস
- get-rich-quick পোস্ট
- আয়ের দাবি
- বিভ্রান্তিকর অফার

সহজ ও সৎ থাকুন।

F. Clickbait বা Misleading Content নয়

এড়িয়ে চলুন:

- ভুয়া গল্প
- নাটকীয় থাম্বনেইল
- ইমোশনাল ম্যানিপুলেশন
- ভুয়া আয়ের দাবি

ফেসবুক বিভ্রান্তিকর কনটেন্ট সঙ্গে সঙ্গে পেনাল্টি দেয়।

G. AI সাবধানে ব্যবহার করুন

AI ফটো কনটেন্ট সাপোর্ট করতে পারে, কিন্তু:

- খুব বেশি AI মুখ = কম ট্রাস্ট
- অবাস্তব স্টাইল = কম কোয়ালিটি স্কোর

AI ব্যবহার করুন শুধু আউটফিট ভ্যারিয়েশনের জন্য, আইডেন্টিটির জন্য নয়।

H. Clean Page Quality বজায় রাখুন

আপনার Page Quality-তে থাকা উচিত:

- কোনো কপিরাইট ইস্যু নয়
- কোনো রেস্ট্রিকশন নয়
- ভায়োলেশনের জন্য ডিলিট করা কনটেন্ট নয়
- কোনো ইয়েলো / রেড ওয়ার্নিং নয়

নিয়মিত চেক করুন।

I. Safe Audio ব্যবহার করুন

ব্যবহার করুন:

- Facebook রিকমেন্ডেড অডিও
- নিজের অরিজিনাল অডিও

এড়িয়ে চলুন:

- সিনেমার গান
- সিরিয়ালের গান
- ডাউনলোড করা BGM

সেফ অডিও = সেফ রিচ।

J. নিয়মিত থাকুন

ফেসবুক পছন্দ করে সেই ক্রিয়েটরদের, যারা:

- প্রতিদিন পোস্ট করে
- নিস মেইনটেইন করে
- টাইমিং ফলো করে
- স্টেবল গ্রোথ তৈরি করে

ইনকনসিসটেন্সি মনিটাইজেশন দেরি করায়।

K. নিয়মিত নিজের আসল মুখ দেখান

আপনার আইডেন্টিটি গুরুত্বপূর্ণ।

ফেসবুক পুশ করে সেই পেজগুলোকে, যেখানে থাকে:

- বাস্তব মানুষ
- বাস্তব লাইফস্টাইল
- নিজের ফটো

L. Spam Behavior এড়িয়ে চলুন

করবেন না:

- একসাথে ২০টা রিল পোস্ট
- একই কনটেন্ট বারবার
- ফলোয়ার কেনা
- “Please follow me” বলা
- এনগেজমেন্ট গ্রুপ ব্যবহার

স্প্যাম সিগন্যাল = মনিটাইজেশন ব্লক।

M. Low-Quality Content এড়িয়ে চলুন

ফেসবুক ভিজিবিলিটি কমায়ে:

- ঝাপসা ছবি
- অন্ধকার শট
- অগোছালো ব্যাকগ্রাউন্ড
- কাঁপা রিল
- ভারী ফিল্টার
- খুব লম্বা বোরিং ভিডিও

ক্লিক ভিজুয়াল = হাই **CPM**

14. How Long It Takes to Get Content Monetization

ফেসবুক আপনার কনটেন্ট স্টাইল, নিস ও অডিয়েন্স বৃদ্ধিতে সময় নেয়।

বেশিরভাগ ক্রিয়েটর ৩০-৯০ দিনের মধ্যে মনিটাইজেশন পায় — এটা নির্ভর করে কনসিসটেন্সি ও কোয়ালিটির ওপর।

নিচে পরিষ্কার ব্রেকডাউন দেওয়া হলো।

1. Fast Creators (৩০-৪৫ দিন)

আপনি ১ থেকে ১.৫ মাসের মধ্যে কোয়ালিফাই করতে পারেন, যদি:

- প্রতিদিন ১-২টি রিল পোস্ট করেন
- প্রতিদিন ২টি ফটো পোস্ট করেন
- প্রতি ২ দিনে ১টি লং টেক্সট পোস্ট করেন
- একদিনও মিস না করেন
- সব ভায়োলেসন এডিয়ে চলেন
- সেফ অডিও ব্যবহার করেন

- নিয়মিত নিজের আসল মুখ দেখান
- **Page Quality** পরিষ্কার রাখেন
- প্রতিদিন একই সময়ে পোস্ট করেন
- বাংলা অডিয়েন্স থাকে (হাই এনগেজমেন্ট)

এটিই সবচেয়ে দ্রুত পথ।

2. Normal Creators (৪৫–৯০ দিন)

বেশিরভাগ ক্রিয়েটর এই ক্যাটাগরিতে পড়ে।

আপনি ১.৫ থেকে ৩ মাসের মধ্যে মনিটাইজেশনে পৌঁছাবেন, যদি:

- পোস্টিং কনসিস্টেন্ট কিন্তু পারফেক্ট নয়
- কিছু দিন স্কিপ হয়
- রিলের কোয়ালিটি মিশ্র
- ফটো সব সময় পরিষ্কার নয়
- টাইমিং ফিক্সড নয়
- Insights নিয়মিত চেক করা হয় না
- কিছু ছোটখাটো ভুল হয়

এটি নরমাল টাইমলাইন।

3. Slow Creators (৯০+ দিন)

মনিটাইজেশন দেরি হয় যখন:

- পোস্টিং অনিয়মিত
- খুব বেশি AI ফটো
- কনটেন্ট মিশ্র ও বিভ্রান্তিকর

- নিস বারবার বদলানো হয়
- ভায়োলেশন বা কপিরাইট ইস্যু থাকে
- **Page Quality** ওয়ার্নিং আসে
- লম্বা, বোরিং রিল ব্যবহার করা হয়
- কমেন্টের রিপ্লাই দেওয়া হয় না
- পুরনো ক্রিয়েটর স্টাইলের কনটেন্ট ব্যবহার করা হয়

এতে ফেসবুক মনিটাইজেশন দেরি করে, কারণ পেজটি অস্থির বা আনসেফ মনে হয়।

4. Followers গুরুত্বপূর্ণ নয়

মনিটাইজেশন নির্ভর করে না:

- ফলোয়ার সংখ্যা
- লাইক
- শেয়ার
- পেজের বয়স

এমনকি ০-২০০ ফলোয়ার থাকলেও পেজ কোয়ালিফাই করতে পারে।

মনিটাইজেশন নির্ভর করে:

- কনটেন্ট কোয়ালিটি
- অরিজিনালিটি
- কনসিসটেন্সি
- পেজ সেফটি
- এনগেজমেন্ট স্ট্যাবিলাইটি

ফলোয়ার কাউন্টের ওপর নয়।

15.How Much You Can Earn (Earnings Breakdown – India)

ভারতে **Facebook Content Monetization** থেকে আয় নির্ভর করে:

- ভিউস
- এনগেজমেন্ট (লাইক, কমেন্ট, শেয়ার)
- অডিয়েন্স কোয়ালিটি
- দর্শকের দেশ
- কনটেন্ট টাইপ (রিলস, ফটো, টেক্সট পোস্ট)
- আপনার **Page Quality** স্কোর

এটি ভারতীয় ক্রিয়েটরদের জন্য সবচেয়ে বাস্তবসম্মত আয়ের রেকর্ডাউন।

A. রিলস থেকে আয় (India CPM Range)

রিলসের আয় সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি।

ভারতে সাধারণ **CPM**: ₹20 – ₹80 প্রতি ১,০০,০০০ ভিউ (100k views)

রিল আয়ের টেবিল

রিল ভিউস	সম্ভাব্য আয়
100k	₹20 – ₹80
1M	₹200 – ₹800

5M	₹1,000 – ₹4,000
10M	₹2,000 – ₹8,000
20M	₹4,000 – ₹15,000

আলাদাভাবে রিলস খুব বেশি টাকা দেয় না, কিন্তু বিশাল রিচ আনে → যা ফটো ও টেক্সট পোস্টের আয় বাড়ায়।

B. ফটো পোস্ট থেকে আয়

ফটো পোস্ট অনেক সময় রিলসের চেয়ে প্রতি ভিউয়ে বেশি আয় দেয়, কারণ:

- ফটোতে রিটেনশন বেশি
- ক্যাপশন পড়া হয়
- কমেন্ট বেশি আসে
- বাংলা অডিয়েন্স শক্তভাবে এনগেজ করে

গড় **CPM (India):** ₹50 – ₹150 প্রতি ১,০০,০০০ ভিউ

ফটো আয়ের টেবিল

ফটো রিচ	সম্ভাব্য আয়
100k	₹50 – ₹150
500k	₹250 – ₹750

1M	₹500 – ₹1,500
5M	₹2,500 – ₹7,500

বাস্তব জীবনের ফটো বেশি বিশ্বাসযোগ্য—তাই রিচ ও আয় বেশি হয়।

C. টেক্সট পোস্ট থেকে আয় (বাংলা পোস্ট)

বাংলা টেক্সট পোস্ট সাধারণত পায়:

- বেশি শেয়ার
- দীর্ঘ পড়ার সময়
- শক্তিশালী ইমোশনাল এনগেজমেন্ট

গড় **CPM:** ₹40 – ₹120 প্রতি ১,০০,০০০ ভিউ

টেক্সট পোস্ট আয়ের টেবিল

পোস্ট রিচ	সম্ভাব্য আয়
100k	₹40 – ₹120
300k	₹120 – ₹360
1M	₹400 – ₹1,200

টেক্সট + ফটো = সবচেয়ে শক্তিশালী আয়ের কম্বিনেশন।

D. সব কনটেন্ট একসাথে করলে (বাস্তবসম্মত মাসিক আয়)

ডেইলি পোস্টিং প্ল্যান ফলো করলে আনুমানিক হিসাব:

Beginner (Normal Growth)

- মাসিক রিচ: 3M – 6M
- আয়: ₹2,000 – ₹6,000

Intermediate (Strong Growth)

- মাসিক রিচ: 10M – 20M
- আয়: ₹10,000 – ₹30,000

Fast Growing Creator

- মাসিক রিচ: 25M – 40M
- আয়: ₹20,000 – ₹50,000

High-Level Creator

- মাসিক রিচ: 50M – 100M
- আয়: ₹50,000 – ₹1,20,000

এগুলো ২০২৫ সালের ভারতের জন্য সবচেয়ে বাস্তবসম্মত সংখ্যা।

E. কেন বাংলা ক্রিয়েটররা বেশি আয় করে

বাংলা ক্রিয়েটররা সাধারণত বেশি আয় করে কারণ:

- ফটোতে কমেন্ট বেশি আসে
- লাইফস্টাইল কনটেন্ট অ্যালগরিদম-ফ্রেন্ডলি
- শান্ত-জীবনের রিল ভালো কাজ করে

- ইমোশনাল টেক্সট পোস্ট শক্তিশালী পারফর্ম করে
- এনগেজমেন্ট বেশি জেনুইন

আইডেন্টিটি + ট্রাস্ট = বেশি **CPM**।

F. আপনার সম্ভাব্য আয় (আপনার স্ট্র্যাটেজি অনুযায়ী)

যদি আপনি ফলো করেন:

- প্রতিদিন ১টি রিল
- প্রতিদিন ২টি ফটো
- প্রতি ২ দিনে ১টি লং টেক্সট
- পরিষ্কার অডিয়েন্স
- কোনো ভায়োলেশন নয়

সম্ভাব্য আয়:

- ₹6,000 – ₹20,000 / মাস (৩–৬ মাসের মধ্যে)
- ধারাবাহিক গ্রোথে ৬–১২ মাসে **₹50,000+** পর্যন্ত স্কেল করা সম্ভব

সারাংশ

- রিলস → রিচ আনে
- ফটো → টাকা আনে
- টেক্সট পোস্ট → বিশ্বাসযোগ্য ফলোয়ার আনে
- ডেইলি পোস্টিং → অ্যালগরিদম ফেভার
- আইডেন্টিটি-ভিত্তিক এনগেজমেন্ট → বেশি আয়

16. Daily Routine (Only Total Time + How to Stay Motivated)

A. প্রতিদিন মোট কত সময় দরকার

আপনার ফেসবুক পেজ গ্রো করার জন্য প্রতিদিন মাত্র ৯০ মিনিটই যথেষ্ট।
এইভাবে ভাগ করুন:

- রিলস: ২৫ মিনিট
- ফটো: ২০ মিনিট
- লং টেক্সট পোস্ট (প্রতি ২ দিনে): ১৫ মিনিট
- এনগেজমেন্ট (কমেন্ট ও ইন্টারঅ্যাকশন): ১৫ মিনিট
- রিসার্চ + প্ল্যানিং: ১৫ মিনিট

মোট: প্রতিদিন ৯০ মিনিট
ধারাবাহিক গ্রোথের জন্য এটি যথেষ্ট।

B. কীভাবে মোটিভেটেড থাকবেন (সহজ ও প্র্যাকটিক্যাল)

1. প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে পোস্ট করুন

এই সময়গুলোর মধ্যে একটি বেছে নিয়ে সেটাতেই থাকুন:

- সকাল: ৮:০০ AM – ৯:০০ AM
- সন্ধ্যা: ৭:০০ PM – ৯:০০ PM

একই সময়ে পোস্ট করলে অভ্যাস তৈরি হয় এবং রিচ স্টেবল থাকে।

2. মোটিভেশনের জন্য অপেক্ষা করবেন না

কনটেন্ট তৈরি করাকে ছোট দৈনন্দিন কাজ হিসেবে নিন — মন না চাইলেও করুন।

3. খুব ঘনঘন রিচ চেক করবেন না

প্রতি ঘন্টায় রিচ দেখলে স্ট্রেস বাড়ে।
দিনে একবার চেক করাই যথেষ্ট।

4. টাইমলাইন মনে রাখুন

বেশিরভাগ পেজ ২০-৩০ দিনের নিয়মিত পোস্টিংয়ের পর গ্রো করা শুরু করে।
আগে ছেড়ে দিলে গ্রোথ স্টেজে পৌঁছানো যায় না।

5. লক্ষ্য ছোট রাখুন

দৈনিক টার্গেট খুব সহজ:

- ১টি রিল
- ২টি ফটো
- প্রতি ২ দিনে ১টি লং পোস্ট

ছোট, বারবার করা যায় এমন লক্ষ্যই আপনাকে কনসিস্টেন্ট রাখে।

17. Content Monetisation Troubleshooting Checklist

(৫+ মাস পোস্ট করার পরও যাদের মনিটাইজেশন আসেনি — তাদের জন্য)

এই চেকলিস্টটি ব্যবহার করে নিশ্চিত করুন কোনো পলিসি ভায়োলেশন, পেজ ইস্যু বা রেস্ট্রিক্টেড অ্যাকশন কি না আপনার মনিটাইজেশন ব্লক করেছে।

অপ্রয়োজনীয় কথা নেই — শুধু যেগুলো সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ।

1. COMMUNITY STANDARDS ভায়োলেশন চেক করুন

পথ: **Profile** → **Professional Dashboard** → **Account Status**

গত ৯০ দিনে কি আছে:

- কোনো Community Standards ভায়োলেশন?

- কোনো পোস্ট অটো-রিমুভ হয়েছে?
- “Reduced Distribution” মার্ক?
- নিচের কনটেন্টগুলোর কোনোটি আছে?
 - হিংসা
 - অ্যাডাল্ট কনটেন্ট
 - হেট স্পিচ
 - মিসইনফরমেশন
 - রক্ত / ইনজুরি
 - অবৈধ কার্যকলাপ

যদি **YES** হয় → মনিটাইজেশন অ্যাক্টিভ হবে না।
সম্ভব হলে ওই পোস্টগুলো তৎক্ষণাৎ ডিলিট করুন।

2. CONTENT MONETISATION POLICY ইস্যু চেক করুন

পথ: **Professional Dashboard** → **Monetisation** → **Policy Issues**

দেখুন:

- “Not eligible for monetisation” মেসেজ আছে?
- কনটেন্ট reused / repurposed হিসেবে ক্ল্যাগ হয়েছে?
- রিল বা পোস্ট নিয়ে কোনো ওয়ার্নিং?
- Partner monetisation violation নোটিফিকেশন?

এখানে কিছু দেখালে এটাই মূল কারণ।

3. COPYRIGHT / INTELLECTUAL PROPERTY ইস্যু চেক করুন

নিজেকে প্রশ্ন করুন:

- কপিরাইটেড অডিও ব্যবহার করেছেন?
- সিনেমার দৃশ্য / সিরিয়াল ক্লিপ / গান পোস্ট করেছেন?
- Instagram / TikTok-এর ট্রেন্ডিং ক্লিপ ব্যবহার করেছেন?
- নিউজ ফুটেজ বা চ্যানেল থেকে নেওয়া মিম পোস্ট করেছেন?
- কোনো কপিরাইট ক্লেইম নোটিস পেয়েছেন?

একটাও কপিরাইট ইস্যু মনিটাইজেশন স্কোর নষ্ট করে।

4. PAGE TRANSPARENCY ইস্যু চেক করুন

পথ: **Profile** → **About** → **Page Transparency**

দেখুন:

- পেজ কি খুব নতুন?
- পুরনো পেজ মার্জ করা হয়েছে?
- অস্বাভাবিক অ্যাডমিন অ্যাড করা হয়েছে?
- কান্ট্রি মিসম্যাচ?
- পেজ ক্যাটাগরি ভুল?

ভুল পেজ ইনফো এলিজিবিলিটিকে প্রভাবিত করে।

5. ADMIN HISTORY চেক করুন

- কোনো অ্যাডমিন কি আগে সমস্যা তৈরি করা ভিডিও পোস্ট করেছেন?
- কোনো অ্যাডমিনের কি আগের পেজ ব্যান ছিল?
- সম্প্রতি অ্যাডমিন অ্যাড/রিমুভ করেছেন?
- অন্য কেউ আপনার পেজ থেকে ভায়োলেশন পোস্ট করেছেন?

অ্যাডমিনের রিপুটেশন মনিটাইজেশনে প্রভাব ফেলে।

6. REUSED CONTENT ফ্ল্যাগ চেক করুন

- অন্য প্ল্যাটফর্মের কনটেন্ট কি রিপোস্ট করছেন?
- রিলগুলো কি ভাইরাল TikTok/Instagram কনটেন্টের মতো?
- Moj / CapCut টেমপ্লেট এডিট ছাড়াই ব্যবহার করছেন?
- Canva টেমপ্লেট রিল (ভয়েস/অরিজিনালিটি ছাড়া) পোস্ট করছেন?

Reused content = মনিটাইজেশনের শূন্য সম্ভাবনা।

7. UNDERPERFORMING METRICS চেক করুন

ফেসবুক খারাপ মেট্রিক্সের পেজ মনিটাইজ করে না।

চেক করুন:

- গড় watch time < ৩ সেকেন্ড?
- Returning viewers খুব কম?
- এনগেজমেন্ট অত্যন্ত কম?
- রিল সবসময় ১,০০০ ভিউয়ের নিচে আটকে থাকে?

হলে আপনার **Page Trust Score** খুব কম।

8. পুরনো পোস্টে ভায়োলেশন আছে কি না চেক করুন

শেষ ৩৬৫ দিন দেখুন:

- রাজনৈতিক পোস্ট?
- বাচ্চাদের অনিরাপদ কনটেন্টে দেখানো?
- ধর্মীয় বিতর্ক?

- অ্যালকোহল, স্মোকিং বা রিস্কি কনটেন্ট?
- ইমোশনাল হিংসা (ঝগড়া, দুর্ঘটনা, CCTV ভিডিও)?

পুরনো পোস্টও নীরবে মনিটাইজেশন ব্লক করে।

9. LOCATION & COUNTRY SETTINGS চেক করুন

- পেজ লোকেশন কি **India** সেট করা?
- আপনার প্রোফাইল কি এলিজিবল রিজিয়নে?
- VPN ব্যবহার করছেন? (বড় ভুল)

ভুল লোকেশন = মনিটাইজেশন ডিলে বা ব্লক।

10. PAGE CATEGORY চেক করুন

- ক্যাটাগরি কি অদুত (যেমন “Just for Fun”, “Community”)?
- “Digital creator” মতো রিলেভেন্ট ক্যাটাগরি নেই?

ভুল ক্যাটাগরি এলিজিবিলিটি সিগন্যাল নষ্ট করে।

11. RECOMMENDATIONS সামপেন্ডেড কি না চেক করুন

পথ: **Post Insights** → **Distribution**

দেখুন:

- “Your content is not being recommended”?
- “Your distribution is limited”?

এতে মনিটাইজেশন অপশন আসাই বন্ধ হয়ে যায়।

12. FACEBOOK BUGS চেক করুন (খুব সাধারণ)

নিজেকে জিঞ্জেস করুন:

- Monetisation সেকশন ফাঁকা?
- “In review” মাসের পর মাস আটকে?

এটা পরিচিত বাগ — তবে পেজ অবশ্যই ক্লিন হতে হবে।

FINAL QUICK SELF-TEST (YES = সমস্যা)

সংভাবে উত্তর দিন:

- কখনো কি নিজের না এমন কনটেন্ট পোস্ট করেছি?
- Instagram বা TikTok রিল ব্যবহার করেছি?
- ৫টির বেশি photo reels পোস্ট করেছি?
- ট্রেন্ডিং সিনেমা/মিউজিক ক্লিপ পোস্ট করেছি?
- রাজনীতি বা দুর্ঘটনা নিয়ে কিছু পোস্ট করেছি?
- ফেসবুক কি কখনো আমার কোনো পোস্ট রিমুভ করেছে?

যেকোনো একটায় **YES = ৫+** মাস পরেও মনিটাইজেশন ব্লক।

কোনো চেকপয়েন্টে ফেল করলে কী করবেন

- ✓ সব ক্ষতিকর কনটেন্ট ডিলিট করুন
- ✓ ১৪ দিন ক্লিন, অরিজিনাল কনটেন্ট পোস্ট করুন
- ✓ নিজের ভয়েস ব্যবহার করুন
- ✓ ট্রেন্ডিং ক্লিপ বন্ধ করুন
- ✓ নিস কনসিসটেন্ট রাখুন
- ✓ সন্দেহজনক অ্যাডমিন রিমুভ করুন
- ✓ পেজ ইনফো সম্পূর্ণ করুন
- ✓ রিভিউয়ের জন্য ২-৬ সপ্তাহ অপেক্ষা করুন

এতে বেশিরভাগ **Content Monetisation** সমস্যা ঠিক হয়ে যায়।

Quick Start Guide, Do's & Don'ts, and 30-Day Posting Plan

এই অধ্যায়টি আপনাকে একটি প্র্যাকটিক্যাল, রেডি-টু-ইউজ সিস্টেম দেয়। এটি প্রতিদিন ফলো করলে, কোনো কনফিউশন ছাড়াই আপনি দ্রুত শ্রো করবেন।

1. Quick Start Guide

Daily Requirements (মোট: ৯০ মিনিট)

- ১টি রিল (৬-৮ সেকেন্ড, পরিষ্কার বাংলা কন্টেন্ট)
- ২টি ফটো (১টি নিজের মুখ, ১টি ডেইলি-লাইফ মোমেন্ট)
- লং টেক্সট পোস্ট (প্রতি ২ দিনে)
- কমেন্টের রিপ্লাই
- বেসিক প্ল্যানিং / রিসার্চ

Best Posting Times

- সকাল: ৮:০০-৯:০০ AM
- সন্ধ্যা: ৭:০০-৯:০০ PM

Content That Works

- আপনার আসল মুখ
- বাংলা ক্যাপশন
- শান্ত-জীবনের রিল
- ব্যালকনি / চা / সকালের আলো ক্লিপ
- দৈনন্দিন রুটিনের ফটো

- ইমোশনাল বাংলা টেক্সট পোস্ট

Content to Avoid

- সিনেমা / সিরিয়াল ক্লিপ
- বাইরে থেকে ডাউনলোড করা গান বা অডিও
- লম্বা রিল (২০-৩০ সেকেন্ড)
- রাজনৈতিক / ধর্মীয় / সেনসিটিভ বিষয়
- নেগেটিভ বা অভিযোগভিত্তিক পোস্ট
- শুধু AI ফটো

Timeline

- ৩০-৪৫ দিন: ফাস্ট ক্রিয়েটর
- ৪৫-৯০ দিন: নরমাল ক্রিয়েটর
- ৯০+ দিন: অনিয়মিত ক্রিয়েটর

সহজ নিয়ম:

১টি রিল + ২টি ফটো + ১টি লং টেক্সট (প্রতি ২ দিনে) = স্টেডি গ্রোথ।

2. Do's & Don'ts

Do This

- প্রতিদিন পোস্ট করুন
- ক্যাপশনে বাংলা ব্যবহার করুন
- নিয়মিত নিজের আসল মুখ দেখান
- ফটো রাখুন পরিষ্কার, উজ্জ্বল ও সহজ
- একটি নিস বেছে নিয়ে সেটাতেই থাকুন

- শুধু Facebook Audio Library ব্যবহার করুন
- রিল ৬-৮ সেকেন্ড রাখুন
- প্রাকৃতিক আলোতে শট করুন
- সব কমেন্টের রিপ্লাই দিন
- প্রতি সপ্তাহে Insights চেক করুন

Don't Do This

- সিনেমা / সিরিয়াল / মিউজিক ক্লিপ আপলোড করবেন না
- TikTok / Instagram থেকে ডাউনলোড করা অডিও ব্যবহার করবেন না
- লম্বা, ধীর রিল বানাবেন না
- নেগেটিভ বা “please follow me” টাইপ কনটেন্ট পোস্ট করবেন না
- প্রতি সপ্তাহে নিস বদলাবেন না
- এলোমেলো সময়ে পোস্ট করবেন না
- ভারী ফিল্টার ব্যবহার করবেন না
- AI ফটোর ওপর নির্ভর করবেন না
- Page Quality ইস্যু ইগনোর করবেন না
- ১-২ সপ্তাহে ফল আশা করবেন না

সহজ নিয়ম:

ক্লিন + সহজ + সেফ = সেরা রিচ + মনিটাইজেশন।

3. 30-Day Posting Plan

এই ৩০ দিনের প্ল্যান ফেসবুককে আপনার নিস, আইডেন্টিটি ও কনসিসটেন্সি বুঝতে সাহায্য করে।

Week 1 — Build Identity

(আপনার পেজ শিখে নেয় আপনি কে)

প্রতিদিন:

- ১টি রিল (ব্যালকনি / চা / আউটফিট / শান্ত ভাইব)
- ২টি ফটো (১টি নিজের মুখ, ১টি ডেইলি লাইফ)

প্রতি ২ দিনে:

- ১টি লং বাংলা টেক্সট পোস্ট

Goal: আইডেন্টিটি + ফ্রেশনেস তৈরি করা।

Week 2 — Build Consistency

(রিচ স্টেবল হতে শুরু করে)

প্রতিদিন:

- ১টি রিল (একই স্টাইল, ভালো লাইটিং)
- ২টি ফটো (ভিন্ন ব্যাকগ্রাউন্ড / আলো)

প্রতি ২ দিনে:

- ১টি ইমোশনাল বাংলা গল্প

Goal: ফেসবুক আপনার পোস্টিং প্যাটার্ন চিনতে শুরু করে।

Week 3 — Boost Engagement

(কমেন্ট ডিস্ট্রিবিউশন বাড়ায়)

প্রতিদিন:

- ১টি রিল
- ২টি ফটো, এনগেজমেন্ট ক্যাম্পেইনসহ:
 - “১-১০ রোট দিন”
 - “মুড ইমোজি”

- “কোনটা ভালো—১ না ২?”

প্রতি ২ দিনে:

- ১টি অভিজ্ঞতা-ভিত্তিক বাংলা টেক্সট পোস্ট

Goal: কমেন্ট, সেভ ও শেয়ার বাড়ানো।

Week 4 — Scale Up

(মনিটাইজেশনের প্রস্তুতি)

প্রতিদিন:

- ১–২টি রিল
- ২টি ফটো (সফট, ক্লিন, কনসিসটেন্ট)

প্রতি ২ দিনে:

- ১টি লং টেক্সট পোস্ট

End-of-Week Analysis:

Insights → **Last 30 Days** চেক করুন:

- টপ ১০ রিল
- টপ ১০ ফটো
- টপ ৩ লং পোস্ট

যেগুলো কাজ করেছে শুধু সেগুলোই রিপোর্ট করুন।

লো-কোয়ালিটি কনটেন্ট বাদ দিন।